# এইচ এস সি পৌরনীতি ও সুশাসন

## অধ্যায়-৫: নাগরিক অধিকার, কর্তব্য ও মানবাধিকার

**প্রশ্ন ▶১** জাহাজীর সাহেবের পিতা মৃত্যুর সময় সন্তানদের জন্য অনেক সম্পত্তি রেখে যান। জাহাজীর সাহেব কৌশলে সম্পত্তির কিছু অংশ ভাইবোনের অজ্ঞাতে নিজের নামে করিয়ে নেন। এতে করে ভাইবোনদের সাথে তার বিরোধ তুঙ্গে ওঠে। সম্পত্তির বিরোধ মীমাংসার জন্য এলাকার চেয়ারম্যানের কাছে বিচারের জন্য গেলে তিনি তাদের আইনের আশ্রয় নিতে পরামর্শ দেন। চেয়ারম্যানের পরামর্শে জাহাজীর সাহেবের বিরুদ্ধে তার ভাইবোন আদালতে মামলা করলে বিচারক অপরাধীকে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড প্রদান করেন।

*[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. প্রথা কাকে বলে? ১

খ. প্রশাসনিক জবাবদিহিতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে আদালতের কার্যক্রমের মাধ্যমে কী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় আদালতের ভূমিকা সমাজ ও রাষ্ট্রে কী প্রভাব ফেলবে? ব্যাখ্যা কর। ৪

### ১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সমাজে দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি এবং লোকাচারকে প্রথা বলা হয়।

**খ** অর্পিত দায়িত্ব সম্পর্কে প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ওপর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ব্যাখ্যা দেওয়ার যে বাধ্যবাধকতা রয়েছে তাই হলো প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা।

প্রশাসনিক দায়বদ্ধতার মধ্যে একটি হলো অভ্যন্তরীণ দায়বদ্ধতা। এটি প্রশাসনের পদসোপানভিত্তিক (ওপরে থেকে নিচে পদের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস) প্রক্রিয়ায় বাস্তবায়িত হয়। অপরটি হলো জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা। জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ, সিটিজেন চার্টার, তথ্য কমিশন প্রভৃতির মাধ্যমে এ ধরনের দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করা হয়।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত আদালতের কার্যক্রমের মাধ্যমে নাগরিকের আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত 'সামাজিক অধিকার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়। আইনগত অধিকারের পেছনে থাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। এটি অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। সম্পত্তির অধিকার, শিক্ষার অধিকার, বাক-স্বাধীনতা প্রভৃতি আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। জনগণের আইনগত অধিকার রক্ষার জন্য বিচার বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই বিচার বিভাগ নাগরিকদের আইনগত অধিকার তথা মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে থাকে। কোনো ব্যক্তি অন্য যে কোনো ব্যক্তি, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে তার অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হলে আদালতের দ্বারস্থ হতে পারে। আদালত তার নির্বাহী ক্ষমতা বলে উক্ত ব্যক্তির সমস্যার সমাধান করে থাকে। অনেক সময় আদালত স্ব-প্রণোদিত হয়েও নাগরিকদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করে থাকে। ধনী-দরিদ্র, প্রভাবশালী-দুর্বল নির্বিশেষে আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জাহাজীর সাহেব তার পিতার মৃত্যুর পর ভাইবোনদের ঠকিয়ে পৈত্রিক সম্পত্তির একটা অংশ নিজের নামে লিখে নেন। এ নিয়ে তার সাথে ভাইবোনদের বিরোধ বাধে। এর প্রতিকারের জন্য জাহাজীর সাহেবের ভাইবোনেরা আদালতের দ্বারস্থ হন। বিচারে আদালত তাদের পক্ষে রায় দেয় এবং জাহাজীরকে দণ্ডিত করে। জাহাজীর সাহেবের ভাই-বোনেরা সম্পত্তিতে তাদের অধিকার ফিরে পান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের ঘটনাতে আদালতের কার্যক্রমের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

**ঘ** আদালতের ভূমিকা সমাজ ও রাষ্ট্রে নাগরিকের সব অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

নাগরিক অধিকার হলো কতগুলো বিশেষ অধিকারের সমষ্টি। এ অধিকারগুলো ছাড়া নাগরিকের পক্ষে সুষ্ঠুভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব হয় না। কেবল অধিকার ভোগের মাধ্যমেই নাগরিকদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন সম্ভব। নাগরিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান। নাগরিক তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালতের মাধ্যমে তা ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে বঞ্চিত ব্যক্তিকে তার অধিকার ফেরত দেওয়ার জন্য আদেশ প্রদান করে থাকে। এভাবে আদালত আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ করে থাকে। এ বিষয়টিই উদ্দীপকের ঘটনাতে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্দীপকের জাহাজীর সাহেব পিতার মৃত্যুর পর ভাইবোনদের অজ্ঞাতে পৈতৃক সম্পত্তির কিছু অংশ কৌশলে নিজের নামে লিখে নেন। এর প্রতিকারের জন্য জাহাজীরের ভাইবোনেরা স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের কাছে গেলে তিনি তাদেরকে বিষয়টি নিয়ে আদালতে যেতে বলেন। চেয়ারম্যানের পরামর্শ অনুযায়ী তারা আদালতে যান। আদালত পক্ষে রায় দিলে তারা পিতার সম্পত্তিতে সমান অধিকার ফিরে পান। সম্পত্তি আত্মসাতের অপরাধে আদালত জাহাজীরকে অপরাধী সাব্যস্ত করে অর্থদণ্ড ও কারাদণ্ড প্রদান করে। আদালতের এ রায়ের মাধ্যমে জাহাজীরের ভাইবোনদের সামাজিক অধিকার রক্ষা হয়। সামাজিক অধিকার সমাজে সভ্য জীবনযাপন করতে সাহায্য করে। জাহাজীর পৈতৃক সম্পত্তিতে তার ভাইবোনদের সমান অধিকার হরণ করেছিলেন। আদালতের রায়ের মাধ্যমে তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। এভাবে আদালত নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা রাখে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, আদালতের ভূমিকা সমাজ ও রাষ্ট্রে নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে।

**প্রশ্ন ▶২** ছকটি দেখে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও:

*[ঢাকা, দিনাজপুর, সিলেট, যশোর বোর্ড-২০১৮ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অধিকারের উৎস কোনটি? ১

খ. মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. বক্সের '?' চিহ্নিত স্থানে কোন অধিকার হবে? নির্ণয় কর। নৈতিক অধিকারের সাথে নির্ণেয় অধিকারের কোনো পার্থক্য আছে কি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উল্লিখিত অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক কী কী দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে পারবে বলে তুমি মনে কর? বর্ণনা কর। ৪

### ২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অধিকারের উৎস হলো সমাজ।

**খ** মূল্যবোধ এমন একটি মানদণ্ড যা ভালো-মন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে মানুষের আচরণকে সঠিক পথে পরিচালিত করে।

সমাজকাঠামোর অবিচ্ছেদ্য উপাদান হলো মূল্যবোধ। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক ও আচার-আচরণ প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য সব সমাজেই বিভিন্ন ধরনের বিধিনিষেধ প্রচলিত থাকে। এসব বিধিনিষেধ অর্থাৎ

https://teachingbd24.com

ভালো-মন্দ, ঠিক-বেঠিক, কাঙ্ক্ষিত-অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় সম্পর্কে সমাজের সদস্যদের যে ধারণা ও বিশ্বাস তাই হলো মূল্যবোধ। একেক সমাজের মূল্যবোধ একেক রকম। মূল্যবোধের বিষয়টিকে বর্তমানে শুধু সামাজিক দিক থেকেই বিবেচনা করা হয় না, বরং নাগরিক ও সমাজের ক্ষেত্র প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে মূল্যবোধও বিভিন্নভাবে প্রসারিত হয়েছে। মূল্যবোধকে সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ভাগে ভাগ করা যায়।

**গ** বক্সের '?' চিহ্নিত স্থানে হবে আইনগত অধিকার।

আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সেসব অধিকারকে বোঝায়, যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত, অনুমোদিত এবং সংরক্ষিত। আর নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে।

মানুষের নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে যে অধিকারের জন্ম হয় তাকে নৈতিক অধিকার বলা হয়। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত অধিকারকে বলা হয় আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকারের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। নৈতিক অধিকারের পেছনে থাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। আইনগত অধিকার অমান্যকারীকে রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নৈতিক অধিকার অমান্যকারীকে শাস্তির বিধান নেই। তবে সামাজিকভাবে তাকে হেয়-প্রতিপন্ন হতে হয়। সম্পত্তি, শিক্ষা ও চলাফেরার অধিকার, বাক-স্বাধীনতা প্রভৃতি আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়া, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সুন্দর আচরণ পাওয়া, ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা লাভ প্রভৃতি নৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। মূলত মানুষ একে অপরের নৈতিক অধিকার স্বীকার করে মনুষ্যত্ববোধ থেকে। আর আইনগত অধিকার স্বীকার করে রাষ্ট্রের শাস্তির ভয়ে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, ধরন, আওতা ও প্রভাবের বিবেচনায় নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

**ঘ** ছকে উল্লিখিত অধিকারগুলো ভোগের মাধ্যমে একজন নাগরিক রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি তার সব দায়িত্ব-কর্তব্য পালন করতে পারবে বলে আমি মনে করি।

কর্তব্য বলতে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য নাগরিকের ওপর কোন কাজ করার দায়িত্বকে বোঝায়। আর আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে নাগরিক কর্তব্য বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যেমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদেরকে কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়। এসব কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। আবার একজনের অধিকার বলতে অন্যের কর্তব্য পালনকে বোঝায়। যেমন— ভোট ব্যক্তির অধিকার, আর ভোটাধিকার প্রয়োগ তার কর্তব্য। শিক্ষা ব্যক্তির অধিকার, আর সন্তানকে শিক্ষিত করা তার কর্তব্য।

নাগরিকরা অধিকার ভোগের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে থাকে। কেউ যদি অধিকার ভোগ করতে চায় তবে তাকে কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই তা করতে হয়। শুধু অধিকার ভোগ করে কর্তব্য পালন না করলে তা হবে স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। তাই রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করা নাগরিকের দায়িত্ব। নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ কল্যাণের অংশীদার। রাষ্ট্রের সংবিধান মান্য করা, নিয়মিত কর প্রদান, জাতীয় সম্পদ রক্ষা , রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদান ইত্যাদি প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকারগুলো ভোগ করার কারণে নাগরিকরা এসব কর্তব্য পালন করে থাকে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, নাগরিকরা রাষ্ট্রস্বীকৃত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করার মাধ্যমে রাষ্ট্রের প্রতি সব ধরনের কর্তব্য পালনের যোগ্যতা অর্জন করে।

**প্রশ্ন ▶৩** জনাব মঈনুদ্দীন 'ক' রাষ্ট্রের একজন সচেতন নাগরিক। তিনি দেশের স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তিনি তাঁর ওপর আরোপিত করও নিয়মিত প্রদান করে থাকেন। তিনি তাঁর এলাকার অন্যদেরও তার মতো দায়িত্ব পালনের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। *[চা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. জনমতের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কীভাবে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মঈনুদ্দীনের যোগ্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম কোন ধরনের কর্তব্যকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাষ্ট্রের অন্য নাগরিকরাও যদি উদ্দীপকের জনাব মঈনুদ্দীনের মত দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কীরূপ প্রভাব পড়বে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

## ৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** সংখ্যাগরিষ্ঠের যুক্তিসিদ্ধ ও সুচিন্তিত মতামতই জনমত যা সরকার ও জনগণকে প্রভাবিত করতে পারে।

**খ** চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) হচ্ছে কোনো সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী যারা নিজেদের স্বার্থরক্ষা নিশ্চিত করতে রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে না। এরা সরকারের কাছে তাদের দাবি-দাওয়া উত্থাপন করে। দাবি-দাওয়া আদায় না হলে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে। আবার সরকারের নীতিবহির্ভূত কাজের বিরুদ্ধে জনসমর্থন গড়ে তোলে। গোষ্ঠীগুলো নানা বিষয়ে সরকারকে যৌক্তিক পরামর্শ প্রদান করে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সক্রিয় ভূমিকার ফলে সরকার জনকল্যাণমুখী সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হয়।

**গ** উদ্দীপকে মঈনুদ্দীনের যোগ্য প্রার্থী বাছাই কার্যক্রম নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্যকে নির্দেশ করে।

রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিকরা যেসব দায়িত্ব পালন করে তাকে কর্তব্য বলে। রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষকে নানা ধরনের কর্তব্য পালন করতে হয়। এর অন্যতম হচ্ছে রাজনৈতিক কর্তব্য। নাগরিকরা রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে যে কর্তব্য পালন করে সেগুলোকে রাজনৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন– রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, আইন মেনে চলা, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেওয়া, নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া, রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসা প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে মঈনুদ্দীন স্থানীয় ও জাতীয় নির্বাচনে ভোট দিয়ে যোগ্য প্রার্থী বাছাইয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি সততার সাথে ভোট দিয়ে যোগ্য প্রতিনিধি বাছাই করে রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন। তার এ কাজটি রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্যকে নির্দেশ করে।

**ঘ** রাষ্ট্রের অন্য নাগরিকরাও যদি জনাব মঈনুদ্দীনের মতো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে, তাহলে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ইতিবাচক প্রভাব পড়বে বলে আমি মনে করি।

সুশাসন হচ্ছে স্বচ্ছ, নিরপেক্ষ, দায়িত্বশীল, জবাবদিহিমূলক এবং কল্যাণধর্মী শাসনব্যবস্থা। জনগণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধনই সুশাসনের লক্ষ্য। জনগণ রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগের পাশাপাশি যদি রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল ও অনুগত থেকে সঠিকভাবে অর্পিত দায়িত্ব পালন করে, তবে কল্যাণধর্মী রাষ্ট্র ও সুশৃঙ্খল সমাজ গড়ে উঠবে। এ ধরনের রাষ্ট্র ও সমাজেই সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

উদ্দীপকের মঈনুদ্দীন একজন দায়িত্বশীল ও সচেতন নাগরিক। তিনি নির্বাচনে উপযুক্ত জনপ্রতিনিধিকে ভোট দিয়ে রাষ্ট্রের প্রতি একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালন করেন। প্রত্যেক নাগরিক যদি তার মতো সচেতন

Teachingbd24.com

হয় এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করে, তবে একটি আদর্শ ও উন্নত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। অংশগ্রহণ, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা সুশাসনের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। রাজনৈতিক কার্যক্রমে নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমেই এগুলো নিশ্চিত করা সম্ভব। নাগরিকদের আইনের প্রতি শ্রদ্ধা, নিয়মিত কর প্রদান, দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় আত্মনিয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে সুশাসন বিকাশের পথ মসৃণ হয় এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা কার্যকর হয়ে ওঠে।

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রের প্রতিটি ক্ষেত্রে জনগণের সক্রিয় ভূমিকা সুশাসন প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। নাগরিকরা যদি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে কর্তব্য পালন করে তবে সুশাসন প্রতিষ্ঠা এবং তা অব্যাহত রাখা সম্ভব হয়। সুতরাং, মঈনুদ্দীনের মতো প্রত্যেক নাগরিকের উচিত রাজনৈতিক কর্তব্যগুলো পালন করে রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখা।

**প্রশ্ন ▶৪** মি. 'X' একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। দেশে তার প্রতিটি শিল্প কারখানায় শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি প্রতিবছর সঠিকভাবে কর প্রদান করেন। কিন্তু 'X' এর বন্ধু 'Y' বড় ব্যবসায়ী হলেও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ না করে কলকারখানা পরিচালনা করেন এবং নিজের আয় গোপন করে কর ফাঁকি দেন।

*[রা. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ১০]*

ক. আইনগত অধিকার কী? ১

খ. তথ্য অধিকার আইন বলতে কী বোঝায়? ২

গ. মি. 'X' এর কর্তব্যের ধরন ব্যখ্যা করো। ৩

ঘ. মি. 'Y' এর কর্মকাণ্ড কি উন্নয়নের অন্তরায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

**৪ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সেই অধিকারকে বোঝায়, যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত, অনুমোদিত এবং সংরক্ষিত।

**খ** বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল যে আইন পাস করে তাই তথ্য অধিকার আইন।

তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার। রাষ্ট্রের বিধানাবলি মান্য করা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে। এর আওতায় আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য,কার্যাবলি, কর্মসূচি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদি তথ্য হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মতো বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকেরই তথ্য জানার এবং জানানোর অধিকার রয়েছে।

**গ** মি. 'X' রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন।

রাষ্ট্রের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিয়োগ কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ করাকে অর্থনৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন: নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান, জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ ইত্যাদি নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্য। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমূলক। নাগরিকের কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে। এ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ভার মেটানোর মূল উৎস হলো নাগরিক প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর। তাই রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের উচিত নিয়মিত সঠিকভাবে কর প্রদান করা। তাছাড়া রাষ্ট্র বিশেষ প্রয়োজনেও নাগরিকদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য কামনা করতে পারে। রাষ্ট্রের এ ধরনের ডাকে সাড়া দেওয়া নাগরিকের কর্তব্য। যেমন- ঘূর্ণিঝড় সিডর-পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য এবং সাভারের পোশাক শিল্প কারখানা ভবন রানা প্লাজা ধ্বসের পর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য রাষ্ট্র সামর্থ্যবান নাগরিকদের কাছে অর্থ সাহায্য কামনা করেছিল।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, মি. 'X' তার প্রতিটি শিল্প কারখানায় শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রেখেছেন। তিনি প্রতিবছর সঠিকভাবে কর প্রদান করেন। সুতরাং বলা যায়, মি. 'X' মূলত নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তার অর্থনৈতিক কর্তব্যই পালন করেছেন।

**ঘ** মি. 'Y' এর কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়।

প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্র থেকে অধিকার ভোগের সাথে সাথে কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই নাগরিক জীবন পূর্ণতা পায়। নাগরিকদের যেমন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও আগ্রহ থাকতে হবে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য হলো নিয়মিত কর প্রদান করা। এটি নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্য। বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর নানারকম কর আরোপসহ বিভিন্ন উপায়ে এ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এজন্য নাগরিকদের উচিত নিয়মিত কর প্রদান করা। তারা স্বেচ্ছায় ঠিকমত কর না দিলে রাষ্ট্রের কাজ বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। আর নিয়মিত কর প্রদান না করলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রা থেমে যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, 'Y' বড় ব্যবসায়ী হলেও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করেন না এবং নিজের আয় গোপন করে কর ফাঁকি দেন। তিনি মূলত রাষ্ট্রের প্রতি তার অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করছেন না। 'Y' এর এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকদের অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন ব্যাহত হলে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা তৈরি হয়। তাই বলা যায়, মি. 'Y' এর কর্মকাণ্ড অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়।

**প্রশ্ন ▶৫** নারী দিবস উপলক্ষে নারী কর্মীরা সমান পারিশ্রমিক ও সব কাজে সমান সুযোগ প্রভৃতির দাবিতে এক বিশাল সমাবেশ করে। এসব দাবি বাস্তবায়ন হলে নারী যোগ্য সম্মান পাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে।

*[দি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. পৌরনীতি কী বিষয়ক বিজ্ঞান? ১

খ. অর্থনৈতিক সাম্য বলতে কী বোঝ? ২

গ. প্রদত্ত উদ্দীপকে নারীর কোন অধিকার আদায়ের কথা বলা হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত নারীর অধিকারসমূহ বাস্তবায়িত হলে সমাজে এর কীরূপ প্রভাব পড়বে? আলোচনা করো। ৪

**৫ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান।

**খ** অর্থনৈতিক সাম্য বলতে উৎপাদন ও বণ্টনের ক্ষেত্রে সব ধরনের বৈষম্য দূর করে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করাকে বোঝায়।

অর্থনৈতিক সাম্য থাকলে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষ কাজ করার ও ন্যায্য মজুরি পাবার সুবিধা লাভ করে। অর্থনৈতিক সাম্যের মূল কথা হচ্ছে যোগ্যতা অনুযায়ী সম্পদ ও সুযোগের বণ্টন। ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কি (Harold Joseph Laski) এর মতে, 'ধনবৈষম্যের সাথে অর্থনৈতিক সাম্য অসঙ্গতিপূর্ণ হবে না, যদি এই বৈষম্য দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।'

**গ** উদ্দীপকে নারীর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের কথা বলা হয়েছে।

যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। রাষ্ট্র ও সমাজের সব মানুষের সুযোগ-সুবিধা, পারিশ্রমিক লাভ ও কাজের সমান অধিকার রয়েছে।

উদ্দীপকে আমরা দেখতে পাই, নারী দিবস উপলক্ষে এক বিশাল সমাবেশে নারীরা কর্ম ও ন্যায্য মজুরি লাভের সমান সুযোগ দাবি করে। এর মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ আদায়ের চেষ্টার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। প্রতিটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে কর্মের অধিকার নাগরিকের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনগত অধিকার। ব্যক্তির যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়ার অধিকারই কর্মের অধিকার। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি লাভের

https://teachingbd24.com

অধিকারও একটি স্বীকৃত আইনগত অধিকার। তাই শ্রমের মান, পরিমাণ ও দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে শ্রমের যথার্থ মূল্য প্রদান করা উচিত। এ জন্য নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য করা উচিত নয়। কেননা আইন অনুযায়ী নারীদেরও যোগ্যতানুসারে পুরুষের সমান পারিশ্রমিক ও কাজের সমান সুযোগ লাভের অধিকার রয়েছে। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে এ বিষয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ লক্ষ করা যায় না। নারীরা বিভিন্নভাবে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সমান কাজ করেও অনেক সময় তারা পুরুষের তুলনায় অনেক কম পারিশ্রমিক পায়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নারী সমাবেশে যে সব দাবির কথা উঠে এসেছে, তা মূলত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের বিষয়টিকেই নির্দেশ করেছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত নারীর অধিকারসমূহ বাস্তবায়িত হলে সমাজে ইতিবাচক প্রভাব পড়বে।

উদ্দীপকে বর্ণিত নারী দিবসের বিশাল সমাবেশে উত্থাপিত দাবিগুলো মূলত নারীর অর্থনৈতিক অধিকার নিশ্চিত করার দাবি। যে অধিকারগুলো অভাব-অনটন ও অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষের জীবনকে সুখী, স্বাচ্ছন্দ্যময় ও নিরাপদ করে তোলে সেগুলোই অর্থনৈতিক অধিকার। কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে পড়ে।

আমাদের সমাজে মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই নারী। এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে কর্মের বাইরে রেখে বা উপযুক্ত পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন কোনোভাবেই সম্ভব নয়। নারীদের কর্মের অধিকার ও ন্যায্য মজুরি প্রদান নিশ্চিত করা গেলে কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাবে। দেশের অর্থনীতি উন্নত হবে। নারীরা তাদের অর্জিত জ্ঞান কর্মক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের সেবা করতে পারবে। এর ফলে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ বাড়বে, নারী নির্যাতন ব্যাপক হারে হ্রাস পাবে এবং নারীদের সম্পর্কে সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কুসংস্কার ও নেতিবাচক ধারণা দূর হবে।

পরিশেষে বলা যায়, নারীদের অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে তারা যোগ্য সম্মান পাবে এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত হবে। সর্বোপরি, একটি সুশৃঙ্খল ও ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে।

**প্রশ্ন ▶ ৬** মি. 'ক' বাংলাদেশের নাগরিক। রাষ্ট্রপ্রদত্ত সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেও রাষ্ট্রের প্রতি করণীয় সম্পর্কে তিনি অসচেতন। তিনি নির্বাচনে ভোটদানে অংশগ্রহণ করেন না। সম্প্রতি তিনি তার প্রতিবেশীকে বিনা কারণে প্রহার করায় আদালতের মাধ্যমে শাস্তি ভোগ করেছেন। *[দি.বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৯]*

ক. অধিকার কী? ১

খ. চারটি রাজনৈতিক অধিকারের নাম লেখো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মি. 'ক' রাষ্ট্রপ্রদত্ত যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন—তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বর্জনীয় কাজ দুটি কোন ধরনের কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত? বিশ্লেষণ করো। ৪

**৬ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

**খ** যে সব অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

রাজনৈতিক অধিকার সংবিধান অথবা আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত থাকে। এ অধিকার ভোগের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে পারে। চারটি রাজনৈতিক অধিকার হলো: ১. ভোটদান করা ২. নির্বাচিত হওয়া ৩. সরকারি চাকরি লাভ ও ৪. বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভ।

**গ** উদ্দীপকের মি. 'ক' রাষ্ট্রপ্রদত্ত সব রকম নাগরিক অধিকার বা সুযোগ-সুবিধা ভোগ করেন।

অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা থাকা প্রয়োজন। তেমনি প্রয়োজন অর্থনৈতিক স্বাধীনতা থাকা, যার মধ্যে পড়ে অন্ন, বস্ত্র ও কর্মের সংস্থান এবং অভাব থেকে মুক্তি।

উদ্দীপকের মি. 'ক' রাষ্ট্রপ্রদত্ত আইনগত অধিকার যেমন- সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি অধিকার ভোগ করে থাকেন। সামাজিক অধিকারের মধ্যে তিনি জীবনধারণ, চলাফেরা, সম্পত্তি ভোগ, চুক্তি, মত প্রকাশ, সভা-সমিতি, ধর্মপালন, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, পরিবার গঠন, ভাষা ও কৃষ্টি সংরক্ষণ, শিক্ষা, খ্যাতি বা সম্মান লাভ ইত্যাদি অধিকার ভোগ করেন। রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস, নির্বাচন করা, সরকারি চাকরি লাভ, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভ, সরকারি কার্যকলাপের সমালোচনা করার অধিকার ইত্যাদি ভোগ করেন। অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে কর্ম, ন্যায্য মজুরি লাভ, অবকাশ লাভ, শ্রমিক সংঘ গঠন ইত্যাদি অধিকার ভোগ করে থাকেন।

**ঘ** উদ্দীপকের মি. 'ক'-এর বর্জনীয় কাজ দুইটি রাজনৈতিক কর্তব্যের পর্যায়ভুক্ত।

রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নাগরিকরা আবশ্যিকভাবে রাষ্ট্রের প্রতি যেসব কর্তব্য পালন করে তাকে রাজনৈতিক কর্তব্য বলে। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রের সেবা করা, সততার সাথে ভোট দান ইত্যাদি নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং উদ্দীপকের মি. 'ক' এর নির্বাচনে ভোট না দেওয়া এবং আইন অমান্য করা রাজনৈতিক কর্তব্য বর্জনের মধ্যে পড়ে।

মি. 'ক' নির্বাচনে ভোট দেন না। এ ছাড়া সম্প্রতি তিনি তার প্রতিবেশীকে বিনা কারণে প্রহার করায় আদালতের মাধ্যমে শাস্তিভোগ করেছেন। প্রতিবেশীকে প্রহার করার মাধ্যমে তার আইন অমান্য করার দিকটি ফুটে উঠেছে। মি. 'ক' এর বর্জন করা কাজ দুটি নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় ভোটাধিকার নাগরিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত। সব স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচনে ভোটদানের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করা একজন সুনাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্য। এ ছাড়াও রাষ্ট্রের প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা তথা আইন মান্য করা প্রতিটি নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। সব নাগরিকের উচিত রাষ্ট্রের সব আইন মেনে চলার মাধ্যমে রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা রক্ষা করা এবং জনজীবনকে নিরাপদ রাখা।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মি. 'ক' এর বর্জনীয় দুটি কাজ অর্থাৎ ভোট না দেওয়া ও আইন অমান্য করার সঙ্গে নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্যের সম্পর্ক রয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ৭** করিম ও রহিমা চাচাতো ভাইবোন। তাদের উভয়ের ভোট প্রদান, পেশা বাছাই ও ধর্মচর্চার সমান অধিকার রয়েছে। তারা একসাথে একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করে; কাজের ধরনও একই। কিন্তু করিমের মজুরি রহিমার চেয়ে বেশি। *[কু. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইন কী? ১

খ. স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত অধিকার ছাড়াও নাগরিকের আর কী কী রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রহিমা কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? এটি নিবারণের উপায় ব্যাখ্যা করো। ৪

**৭ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আইন বলতে সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

Teachingbd24.com

**খ** স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন ও অটুট রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা হয়।

স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। এটি সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথকে সুগম করে। স্বাধীনতা অর্জনের পর তা রক্ষা করাও অত্যন্ত জরুরি। ব্রিটিশ রাজনৈতিক তাত্ত্বিক, অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হ্যারল্ড জোসেফ লাস্কি (Harold Joseph Laski) এর মতে,'সংরক্ষণের বিশেষ ব্যবস্থা না থাকলে অধিকাংশ ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে না।' স্বাধীনতার অনেকগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে। যেমন— আইন, সংবিধানে মৌলিক অধিকারের স্বীকৃতি, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সামাজিক ন্যায়বিচার, দায়িত্বশীল সরকারব্যবস্থা, সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ইত্যাদি।

**গ** উদ্দীপকে রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে ভোট প্রদানের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে।

নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য যে সব অধিকার ভোগ করে তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। উদ্দীপকে বর্ণিত করিম ও রহিমার ভোট প্রদানের অধিকার রয়েছে যা রাজনৈতিক অধিকারের উপস্থিতিকে নির্দেশ করে। ভোট প্রদান ছাড়াও নাগরিকের আরও কিছু রাজনৈতিক অধিকার রয়েছে। যেমন—আইনসঙ্গত বিধি-নিষেধ সাপেক্ষে সব নাগরিকের রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার রয়েছে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের সরকারি চাকরি লাভের অধিকার রয়েছে। বিদেশে অবস্থানকালে একজন নাগরিক কোনো সমস্যায় পড়লে তার নিজ রাষ্ট্রের সাহায্য ও নিরাপত্তা সুবিধা লাভের অধিকার রয়েছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারের কোনো ভুল সিদ্ধান্ত বা গণস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের সমালোচনা করার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের রয়েছে। প্রাপ্তবয়স্ক ও যোগ্যতাসম্পন্ন প্রত্যেক নাগরিকের জাতীয় কিংবা স্থানীয় যেকোনো পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার রয়েছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত ভোট প্রদানের অধিকার একজন নাগরিকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার। তবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক অধিকারের গুরুত্বও কোনো অংশে কম নয়।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত রহিমা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন: যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, ন্যায্য মজুরি লাভ, অবকাশ যাপন, শ্রমিক সংঘ গঠন ইত্যাদি নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

উদ্দীপকে উল্লিখিত করিম ও রহিমা চাচাতো ভাইবোন। তারা একসাথে এক কারখানায় একই ধরনের কাজ করে, কিন্তু করিম রহিমার চেয়ে বেশি মজুরি পায়। অর্থাৎ রহিমা শুধু নারী হওয়ার কারণে ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়। বিষয়টি তার অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়াকে নির্দেশ করে। এ ধরনের বিষয় প্রতিরোধে বেশকিছু পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। যেমন— লিঙ্গ বৈষম্য দূর করে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুযায়ী সমান সুযোগ-সুবিধা ও মজুরি নিশ্চিত করতে হবে। শ্রম ও অন্যান্য আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। নাগরিকরা যে সব মৌলিক অধিকার ভোগ করবে সেগুলো দেশের সংবিধানে সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ থাকতে হবে। মৌলিক অধিকারের কথা সংবিধানে থাকলে জনগণ কোনো অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে আদালতের মাধ্যমে এর প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে পারবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা আরো জোরদার করতে হবে। এ ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকরা তাদের অধিকার সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবে।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের রহিমা তার চাচাতো ভাই করিমের সমান কাজ করেও ন্যায্য মজুরি থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উপরোল্লিখিত বিষয়গুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হলে এ ধরনের অর্থনৈতিক বৈষম্য অনেকাংশেই কমে যাবে।

**প্রশ্ন ▶ ৮** শিবলী দীর্ঘদিন 'ক' রাষ্ট্রে কর্মরত। ছুটিতে দেশে আসার সময় সে তার মালিককে নিয়ে বেড়াতে আসে। ইতোমধ্যে দেশে জাতীয় নির্বাচনের দিন ধার্য হয়। শিবলী ও তার স্ত্রী যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেয়। এছাড়া শিবলী কর অফিসে গিয়ে করও প্রদান করে। নির্বাচনে লাইনে দাঁড়িয়ে নারী-পুরুষ সমানভাবে ভোট দিতে দেখে তার মালিক খুব আশ্চর্য হয়। তাদের দেশে নারীদের ভোটাধিকার সীমিত। কর্মক্ষেত্রেও তাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। *[চ. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অধিকার কী? ১

খ. তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিবলীর মালিকের দেশের নারীরা কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত শিবলী ও তার মালিকের দেশের মধ্যে কোন দেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে? তার সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**৮ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

**খ** তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানবাধিকার। রাষ্ট্রের বিধানাবলি মানা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে।

আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কর্মসূচি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদিকে তথ্য বলা হয়। প্রত্যেক নাগরিকেরই তথ্য জানার এবং জানানোর অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে। এ আইনটি সাংবাদিক, গবেষক, মানবাধিকারকর্মী, সমাজসেবকসহ নাগরিক সমাজের উপকারে আসছে এবং কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত শিবলীর মালিকের দেশের নারীরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

যেসব অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলা হয়। ভোটদান, নির্বাচন করা ও নির্বাচিত হওয়া, সরকারি চাকরি লাভ, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। আবার, যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভ, অবকাশ লাভ, শ্রমিক সংঘ বা ইউনিয়ন গঠন করার অধিকার, সম্পত্তি ও সামাজিক নিরাপত্তা লাভ প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে, শিবলী 'ক' রাষ্ট্রে কাজ করে। ছুটিতে সে তার মালিককে নিয়ে নিজ দেশে বেড়াতে আসে। ঐ সময় দেশের জাতীয় নির্বাচনে মহিলা-পুরুষ লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দেয়। শিবলী ও তার স্ত্রীও ভোট দেয়। শিবলীর দেশের এ অবস্থা দেখে তার মালিক আশ্চর্য হয়। সে দেখে শিবলীর দেশের নারীরা যে অধিকার ভোগ করছে তার দেশের নারীদের মধ্যে সে অধিকার ভোগ খুবই সীমিত। এমনকি কর্মক্ষেত্রেও তাদের উপস্থিতি সীমিত। শিবলীর মালিকের আক্ষেপ থেকে এটাই বোঝা যায়, তার দেশের নারীরা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত শিবলী ও তার মালিকের দেশের মধ্যে শিবলীর দেশ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে।

যে শাসনব্যবস্থায় সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে এবং জনগণের মাধ্যমে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা শাসনকার্য পরিচালনা করে তাকে গণতন্ত্র বলে। এটি বর্তমান বিশ্বের সবচাইতে কাঙ্ক্ষিত ও জনপ্রিয় শাসনব্যবস্থা। মানবাধিকার, সার্বভৌমত্ব, শাসনব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ইত্যাদি প্রত্যয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উদ্দীপকে দেখা যায়, শিবলীর দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার বেশকিছু বিষয় বিদ্যমান। এর মাধ্যমে বোঝা যায়, তার দেশের সরকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট রয়েছে।

Teachingbd24.com

উদ্দীপকে বর্ণিত বিষয়গুলোর সাথে একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আরও যেসব বিষয় লক্ষ করা যায় তা হলো— ১. গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাই সমান বলে বিবেচিত ২.। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে যাতে সর্বোত্তম শাসন নিশ্চিত হয় ৩. এ শাসনব্যবস্থা শাসকদের দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে। অর্থাৎ সরকার জনগণের কাছে তাদের কৃতকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকে। ৪. গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় নাগরিকের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানে লিপিবদ্ধকরণ এবং এর প্রয়োগের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয়। পরিশেষে বলা যায়, গণতন্ত্রে জনগণের অধিকার ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকার করা হয়। এ ব্যবস্থায় সরকারের সামগ্রিক কর্মকাণ্ড জনকল্যাণে পরিচালিত হয় এবং জনগণই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এসব কাজ চালায়। আর এসব বিষয় শিবলীর দেশে বিদ্যমান রয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ৯** সম্প্রতি 'M' দেশের একটি গোষ্ঠী ও সংস্থা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করছে। উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা আত্মরক্ষার্থে 'B' ও 'C' দেশে আশ্রয় লাভের চেষ্টা করছে। এছাড়া আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো 'M' দেশকে এ সমস্যা সমাধানের তাগিদ দিচ্ছে। *[সি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. নৈতিক কর্তব্য কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় কোন কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর 'M' রাষ্ট্রের আচরণ মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন"- উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ করো। ৪

**৯ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** যেসব কর্তব্য মানুষ ন্যায়নীতিবোধ থেকে পালন করে থাকে তাকে নৈতিক কর্তব্য বলে।

**খ** লালফিতার দৌরাত্ম্য বলতে আমলাতন্ত্রের কঠোর আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়ম-কানুনের বাড়াবাড়ি বা পূর্ববর্তী নিয়ম-কানুনকে অন্ধভাবে অনুসরণ ও অনুকরণ করাকে বোঝায়।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে **Red Tapism** বা 'লালফিতার দৌরাত্ম্য' প্রত্যয়টির প্রচলন হয়। সে সময় সরকারি ফাইলপত্র লাল রঙের ফিতায় বেঁধে রাখা হতো। তখন থেকেই আমলাতন্ত্রের অতি আনুষ্ঠানিকতা, দীর্ঘসূত্রিতা, নিয়মকানুনের বেশি কড়াকড়ি বোঝাতে লালফিতার দৌরাত্ম্য শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। লালফিতার দৌরাত্ম্যের ফলে মাসের পর মাস, এমনকি বছরের পর বছর বিভিন্ন বিষয় ফাইলবন্দি হয়ে পড়ে থাকে। এতে প্রশাসনিক কাজকর্ম ব্যাহত হয় ও নাগরিকরা ভোগান্তির শিকার হয়। এ বিষয়টিই লালফিতার দৌরাত্ম্য বা Red Tapism নামে পরিচিত।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তথা মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত।

সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য একজন মানুষের যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রয়োজন তাই মানবাধিকার। আর নাগরিক হিসেবে যেসব অধিকার ছাড়া ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে সামাজিক জীবন-যাপন করতে পারে না সেগুলোকে সামাজিক অধিকার বলা হয়। এ অধিকার মানুষের জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। স্বাধীনভাবে জীবনধারণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যথাযথ শিক্ষা লাভ, আইনের চোখে সমানাধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকার। আবার রাষ্ট্রীয় কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকরা যে সব অধিকার লাভ করে তা রাজনৈতিক অধিকার। এ অধিকার ভোগের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। ভোট দান, নির্বাচন করা, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা, সরকারি চাকরি লাভ প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকার হলো অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়ে একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা লাভ। কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভ, অবকাশ লাভ প্রভৃতি এধরনের অধিকার।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 'M' দেশের একটি গোষ্ঠী ও সংস্থা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করছে। ফলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার; সর্বোপরি মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর 'M' দেশে একটি গোষ্ঠী ও সংস্থা অমানবিক নির্যাতন করছে যা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার সুস্পষ্টভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে।

মানুষের মান-মর্যাদা সংরক্ষণের জন্য যেসব অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান অপরিহার্য সেগুলোই মানবাধিকার। জাতিসংঘ 'মানবাধিকার' বিষয়টিকে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে: 'মানুষ তার জীবনে যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগের দাবিদার এবং যেগুলো ব্যতীত তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না সেগুলোই হলো মানবাধিকার।' জাতিসংঘের ঘোষণায় আরও বলা হয়েছে, মানবাধিকার ভোগের ক্ষেত্রে জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই সমান। এক্ষেত্রে কোনো রকম পার্থক্য বা ভেদাভেদ করা যাবে না। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে (General Assembly) মানুষের মৌলিক মানবাধিকারগুলো ঘোষিত হয়। জাতিসংঘ সনদের ৩ থেকে ৩০ নম্বর ধারা পর্যন্ত প্রায় ২৮ টি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘ যেসব মানবাধিকারের কথা উল্লেখ করেছে সেগুলো সবই রোহিঙ্গাদের ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। তারা নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি মৌলিক অধিকার থেকেও বঞ্চিত। তাদের ভোটাধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার ও আইনের আশ্রয়লাভের অধিকার নেই। রোহিঙ্গারা সে দেশের সামরিক বাহিনী ও ধর্মীয় উগ্রপন্থী গোষ্ঠী দ্বারা প্রতিনিয়ত নির্যাতন ও হত্যার শিকার হচ্ছে। অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য তারা দলে দলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে আশ্রয় নিচ্ছে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, 'M' রাষ্ট্রের আচরণের মাধ্যমে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ১০** সম্প্রতি 'A' ও 'B' দেশের দীর্ঘদিনের ছিটমহল বিরোধ সমস্যার সমাধান হয়েছে। ফলে দীর্ঘদিন পর ছিটমহলবাসী তাদের নাগরিক অধিকার ফিরে পেল। কয়েক মাস আগে 'B' দেশের ছিটমহলবাসী স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছে। জীবনে প্রথমবারের মতো ভোট দিতে পেরে তারা মহাখুশি। *[য. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মানবাধিকার কী? ১

খ. সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত 'B' দেশের ছিটমহলবাসী ভোট প্রদানের পর কোন অধিকার ফিরে পেল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. "স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ছিটমহলবাসীকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করতে হবে।" বিশ্লেষণ করো। ৪

**১০ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

**খ** সামাজিক ন্যায়বিচার বলতে বোঝায়— জাতি, ধর্ম, বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সমাজের সবার প্রতি বিচারের মানদণ্ড হবে এক ও অভিন্ন।

আইনের চোখে সবাই সমান। সমাজে বসবাসকারী সবার সুবিচার ও সমান সুযোগ পাওয়ার অধিকার রয়েছে। সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সামাজিক মূল্যবোধ রক্ষিত হবে। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সামাজিক ন্যায়বিচার ব্যক্তিস্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'B' দেশের ছিটমহলবাসীরা ভোট প্রদানের পর রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পেল।

যে সকল অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। যেমন- ভোট

https://teachingbd24.com

দানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার প্রভৃতি। এই অধিকারগুলো নাগরিককে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। রাজনৈতিক অধিকার সংবিধান অথবা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অধিকার কেবল নাগরিকগণই ভোগ করতে পারেন। বিদেশিরা এ অধিকার ভোগ করতে পারে না।

উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে A ও B দেশের দীর্ঘদিনের ছিটমহলবিরোধ সমস্যার সমাধান হয়েছে। ফলে B দেশের ছিটমহলবাসীরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। এ ভোটদান প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে একটি দেশের নাগরিক হিসেবে তাদের রাজনৈতিক অধিকার ভোগের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেননা সকল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার স্বীকৃত। আর এ অধিকার বলেই একজন নাগরিক সরকারের প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। উদ্দীপকের B রাষ্ট্রের ছিটমহলবাসীর ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। দীর্ঘদিন পর হলেও তারা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।

**ঘ** স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ছিটমহলবাসীদেরকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে, অনুরূপ রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। কর্তব্য পালন ব্যতীত শুধু অধিকার ভোগ করা প্রত্যাশিত নয়। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই নাগরিক অধিকার উপভোগ করা যায়। আর রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। তাই বলা যায় অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। তার বিনিময়ে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন— রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করা যায়। সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষালাভের অধিকার এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করা নাগরিকের কর্তব্য। উদ্দীপকের B দেশের ছিটমহলবাসীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পেরেছে। এজন্য নাগরিক হিসেবে তাদের বিভিন্ন কর্তব্যও পালন করতে হবে। কেননা অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। মূলত অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার কর্তব্যের মধ্যেই নিহিত।

**প্রশ্ন ▶ ১১** সুজন 'ক' দেশের নাগরিক। সেই দেশে তাদের জনগোষ্ঠী নাগরিকতার মর্যাদা হতে বঞ্চিত। সম্প্রতি সে দেশের সেনাবাহিনী তাদের উপর নিপীড়ন ও নির্যাতন চালালে তারা সীমান্ত পেরিয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে চলে যায়। তারা এখন কোনো দেশের নাগরিক নয়। উক্ত নাগরিকদের নাগরিকত্ব আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। *[বি. বো. '১৭। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কবে পালিত হয়? ১

খ. নাগরিকতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সুজনের দেশের জনগোষ্ঠীকে কী কী অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নাগরিকদেরকে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মাধ্যমে নাগরিকতা প্রদানের দ্বারা কীসের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়? বিশ্লেষণ করো। ৪

## ১১ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়।

**খ** রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে ব্যক্তি যে মর্যাদা ও সম্মান পায় তাকে নাগরিকতা বলে।

নাগরিকরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিভিন্ন অধিকার (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) ভোগ এবং রাষ্ট্রের প্রতি বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে। যেমন— বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আমাদের নাগরিকতা হলো বাংলাদেশি। আমরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিভিন্ন অধিকার (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) ভোগ করছি এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার, আইন মান্য করা ও কর দেওয়াসহ বিভিন্ন দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করছি।

**গ** সৃজনশীল ৯ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত নাগরিকদের আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মাধ্যমে নাগরিকতা প্রদানের দ্বারা জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত মৌলিক মানবাধিকারসমূহের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

ব্যক্তি সমাজজীবনে যেসব সুযোগ-সুবিধার দাবিদার হয় এবং যা ছাড়া তার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হতে পারে না, তাই মানবাধিকার। মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। জাতি, ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে এমন কতগুলো অধিকার মানুষের ভোগ করা উচিত যা তার নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। এসব অধিকারই মৌলিক মানবাধিকার। জাতিসংঘ এর মতে, মানুষ যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগের দাবীদার হয় এবং যা ছাড়া ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না, সেগুলোই হলো মানবাধিকার। জাতিসংঘ ঘোষিত মৌলিক মানবাধিকারের ১৪নং ধারায় বলা হয়েছে, "নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যেকোনো ব্যক্তির নিজ দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে আশ্রয় গ্রহণের অধিকার আছে।"

উদ্দীপকে আমরা সুজনের জনগোষ্ঠীকে নিজ দেশের সেনাবাহিনী কর্তৃক নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখি। উক্ত নাগরিকদের নাগরিকত্ব আন্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আনার জন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে, যা জাতিসংঘ ঘোষিত মৌলিক মানবাধিকারের ১৪নং ধারার সদৃশ। সুতরাং বলা যায়, সুজনের দেশের মানুষকে নাগরিকতা ফিরিয়ে দেওয়ার দ্বারা মানবাধিকারকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ১২** ১৯৭৪ সালে ভূখণ্ডগত সমস্যা নিয়ে ছিটমহলবাসীর নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদানের জন্য "ক ও খ" দেশের মধ্যে চুক্তি হয়। কিন্তু দীর্ঘদিন নানা জটিলতার কারণে উক্ত চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি দু'দেশের সরকারপ্রধানের সম্মতিক্রমে চুক্তি কার্যকর হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে ছিটমহলবাসীরা স্থায়ী বসবাসের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড বেছে নেয়। বর্তমানে তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ পাচ্ছে। *[চা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. কর্তব্য কী? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছিটমহলবাসীরা এতদিন কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছিটমহলবাসীকে বর্তমানে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করতে হবে।— বিশ্লেষণ করো। ৪

## ১২ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই কর্তব্য।

**খ** মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার যা রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য থাকে।

মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তার অধিকার ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

Teachingbd24.com

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত ছিটমহলবাসীরা এতদিন রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

যে সকল অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। যেমন- ভোট দানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, বিদেশে অবস্থানকালে নিরাপত্তা লাভের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার প্রভৃতি। এই অধিকারগুলো নাগরিককে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হওয়ার সুযোগ করে দেয়। রাজনৈতিক অধিকার সংবিধান অথবা আইনের দ্বারা স্বীকৃত। রাষ্ট্রে রাজনৈতিক অধিকার কেবল নাগরিকগণই ভোগ করতে পারেন। বিদেশিরা এ অধিকার ভোগ করতে পারে না।

উদ্দীপকের ছিটমহলবাসীরা নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদানের জন্য 'ক' ও 'খ' দেশের মধ্যে চুক্তি হওয়া স্বত্ত্বের নানা জটিলতার কারণে তা বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি দু'দেশের সরকার প্রধানের সম্পতিক্রমে চুক্তিটি কার্যকর হয়। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে ছিটমহলবাসীরা স্থায়ী বসবাসের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড বেছে নেয়। বর্তমানে তারা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে সব ধরনের অধিকার ও স্বাধীনতা উপভোগের সুযোগ পাচ্ছে। সুতরাং বলা যায়, ছিটমহলবাসীরা এতদিন রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

**ঘ** স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে ছিটমহলবাসীদেরকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে, অনুরূপ রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। কর্তব্য পালন ব্যতীত শুধু অধিকার ভোগ করা প্রত্যাশিত নয়। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই নাগরিক অধিকার উপভোগ করা যায়। আর রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। তাই বলা যায় অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। তার বিনিময়ে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন— রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করা যায়। সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষালাভের অধিকার এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করা নাগরিকের কর্তব্য। উদ্দীপকের B দেশের ছিটমহলবাসীরা তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করতে পেরেছে। এজন্য নাগরিক হিসেবে তাদের বিভিন্ন কর্তব্যও পালন করতে হবে। কেননা অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। মূলত অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার কর্তব্যের মধ্যেই নিহিত।

**প্রশ্ন ▶ ১৩** জামিল সাহেব এই বছর মধ্যপ্রাচ্যের 'ক' দেশ ভ্রমণে গিয়ে দেখতে পান, সে দেশে নারীরা ভোট দিতে পারে না, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না। এমন কি, স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে না। এছাড়া কর্মক্ষেত্রের সকল স্থানও তাদের জন্য উন্মুক্ত নয়।

*[রা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. মানবাধিকার কী? ১

খ. সামাজিক কর্তব্য বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত মধ্যপ্রাচ্যের 'ক' দেশের নারীরা যে ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত— তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত রাষ্ট্রের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের উপায়সমূহ নিরূপণ করো। ৪

### ১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মানবাধিকার বলতে সেসব অধিকারকে বোঝায়, যা মানুষের প্রকৃতির সাথে জড়িত এবং যা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না।

**খ** মানুষ সমাজ-স্বীকৃত অনেক অধিকার ভোগ করে। আর এসকল অধিকার ভোগের বিপরীতে তাকে সমাজ ও মানুষের প্রতি যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেগুলোকে সামাজিক কর্তব্য বলে।

সামাজিক সম্প্রীতি গড়ে তোলা ও বজায় রাখা, সামাজিক প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করা, সামাজিক অনুষ্ঠান আয়োজন ও অংশগ্রহণ, সন্তানকে উপযুক্ত শিক্ষাদান, বিভিন্ন বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি- এগুলো সামাজিক কর্তব্যের উদাহরণ।

**গ** সৃজনশীল ৮ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' রাষ্ট্রের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় হলো নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করা।

অধিকার হলো রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা, যা নাগরিকের ব্যক্তিত্ব বিকাশে সহায়ক। তাই সুনাগরিক তৈরি করতে নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই।

উদ্দীপকে 'ক' রাষ্ট্রে নারীরা নাগরিক হিসেবে তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ ধরনের সমস্যা সমাধানকল্পে সর্বপ্রথম করণীয় হলো নারীকে নাগরিক হিসেবে মর্যাদা দিতে হবে। পাশাপাশি অধিকার সংরক্ষণের সাধারণ শর্তাবলি বা অধিকারের রক্ষাকবচগুলো মেনে চলতে হবে। যেমন— নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের প্রধান উপায় হচ্ছে আইন। আইনের সার্বিক প্রয়োগ অধিকারকে সুরক্ষিত করে। গণতন্ত্রের উপস্থিতিই নাগরিক অধিকার সুরক্ষার অন্যতম উপায়। এ ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। এছাড়া আইনের অনুশাসন নাগরিক অধিকার রক্ষার অন্যতম ব্যবস্থা। এটা নিশ্চিত করা গেলে অনেকাংশে নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নাগরিক অধিকার রক্ষার অন্যতম মাধ্যম। বিচার বিভাগ নাগরিকের অধিকারের রক্ষক ও অভিভাবক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। পাশাপাশি রাষ্ট্রের সংবিধানে নাগরিকের মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকলে কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয় না। ফলে নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

পরিশেষে বলা যায়, উপর্যুক্ত সমাধানগুলো 'ক' রাষ্ট্রের বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে অনেকাংশে সাহায্য করবে।

**প্রশ্ন ▶ ১৪** জনাব চৌধুরী একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ। স্থানীয় পৌরসভা নির্বাচনে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। মেয়র অফিসে একজন কর্মচারী নিয়োগে এলাকার প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতার সুপারিশ তিনি গ্রহণ করেননি। যোগ্যতম প্রার্থীকে তিনি কর্মচারী নিয়োগ দেন। এতে করে জনাব চৌধুরীর গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পায়। *[রা. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. নাগরিকের কর্তব্যকে কয়ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. তথ্য অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব চৌধুরীর ভূমিকায় কোন ধরনের কর্তব্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব চৌধুরীর কর্তব্য পালনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** নাগরিকের কর্তব্যকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন— নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য।

**খ** তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানবাধিকার। রাষ্ট্রের বিধানাবলি সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে।

আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কর্মসূচি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদিকে তথ্য বলা হয়। প্রত্যেক নাগরিকেরই তথ্য জানার এবং

https://teachingbd24.com

জানানোর অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে। এ আইনটি সাংবাদিক, গবেষক, মানবাধিকারকর্মী, সমাজসেবকসহ নাগরিক সমাজের উপকারে আসছে এবং কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও সবমহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব চৌধুরীর ভূমিকায় একজন নাগরিক বা রাজনীতিবিদ হিসেবে তার নৈতিক ও আইনগত উভয় ধরনের কর্তব্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রেখে নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করাই প্রত্যেক নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব। রাষ্ট্রের নাগরিকদের নৈতিক ও আইনগত এ দু'ধরনের কর্তব্য পালন করতে হয়। নৈতিক কর্তব্য বলতে নাগরিকের সেসব দায়িত্ব পালন করাকে বোঝায়, যেগুলো ব্যক্তি বা সমাজের নীতিবোধ ও বিবেকবোধের ওপর নির্ভরশীল। নৈতিক কর্তব্য পালন না করলে রাষ্ট্র থেকে শাস্তি পেতে হয় না। দরিদ্রকে সাহায্য করা, সন্তানকে শিক্ষা দান, রাষ্ট্রীয় ত্রাণ তহবিলে অর্থ দান, অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা ইত্যাদি নাগরিকের নৈতিক কর্তব্য। অপরদিকে, যেসব কর্তব্য রাষ্ট্রের আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত সেগুলোকে আইনগত কর্তব্য বলা হয়। এ সব কর্তব্য ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র প্রদত্ত শাস্তি ভোগ করতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, নিয়মিত কর প্রদান করা, আইন মেনে চলা ইত্যাদি আইনগত কর্তব্য। আইনগত কর্তব্য রাষ্ট্র ও নাগরিকের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক।

উদ্দীপকের জনাব চৌধুরীও তার ভূমিকায় নৈতিক ও আইনগত কর্তব্যের পরিচয় দিয়েছেন। তিনি কর্মচারী নিয়োগে এলাকার প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার সুপারিশ গ্রহণ না করে নৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন। আর যোগ্যতম প্রার্থীকে কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে আইনগত কর্তব্য পালন করেছেন।

**ঘ** হ্যাঁ, জনাব চৌধুরীর কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে— এ কথাটির যথার্থতা রয়েছে।

অধিকার ও কর্তব্য একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। অধিকার ভোগ করলে যেমন কর্তব্য পালন করতে হয়, তেমনি একজন নাগরিকের কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে অন্যের অধিকার সুরক্ষিত হয়।

কর্তব্যবিহীন লাগামছাড়া অধিকার ভোগ করলে তা সমাজের ভারসাম্য নষ্ট করে। তাই মানুষ যখন কিছু অধিকার ভোগ করে, তখন তাকে কিছু দায়িত্ব পালন করতে হয়। এর ফলে অন্যান্য মানুষের অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং সামাজিক ভারসাম্য বজায় থাকে।

উদ্দীপকে বর্ণিত জনাব চৌধুরীর নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য হলো, কোনো ধরনের স্বজনপ্রীতি বা সুপারিশকে উপেক্ষা করে সৎ, যোগ্য ও উপযুক্ত প্রার্থীকে কর্মে নিয়োগ প্রদান। আবার জনগণের সাংবিধানিক অধিকার রয়েছে দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নিয়োগপ্রাপ্ত হবার এবং জীবিকা নির্বাহ করার। উদ্দীপকের জনাব চৌধুরীর আচরণেও নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য পালনের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। প্রভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি নৈতিকতা বিরোধী কাজ করেননি। এ কারণে বলা যায়, জনাব চৌধুরীর কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে জনগণের অধিকার রক্ষিত হয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ১৫** কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা গণমাধ্যম কর্মীদের তথ্য না দিলে তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনু। "তথ্য নেবো, তথ্য দেবো, দেশ গড়ায় অংশ নেবো" এ প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে এবারের তথ্য অধিকার সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে মন্ত্রী আরো বলেন, গণমাধ্যম কর্মীরা নাগরিকদের পক্ষ থেকে তথ্য অধিকার আইনের প্রয়োগ করলে গণমাধ্যম উপকৃত ও শক্তিশালী হয়। ফলে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার মানদণ্ডে গণতন্ত্রও উন্নত হয়। *[দি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৩]*

ক. মানবাধিকার কাকে বলে? ১

খ. নাগরিকদের কেন কর্তব্য পালন করা উচিত? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া না দিলে তথ্য অধিকার আইনে কী প্রতিকার রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, ২০১৫ সালের তথ্য অধিকার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের সুফল ভোগে সহায়ক হবে? মতামত দাও। ৪

## ১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির সমাজ ও রাষ্ট্রের কাছে যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

**খ** রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে গতিশীল ও ন্যায়ানুগ করার জন্য নাগরিকদের কর্তব্য পালন করা উচিত।

রাষ্ট্রে নাগরিকদের কর্তব্য পালনের গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশ সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে নাগরিকদের কর্তব্য পালনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি ও সমাজজীবনে উন্নতি লাভ করা যায়। রাষ্ট্র ও সমাজকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা কেবল কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই সম্ভব। তাছাড়া রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার পেতে হলে নাগরিককে কর্তব্য পালন করতে হয়।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত মন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া না দিলে অর্থাৎ, কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা গণমাধ্যম কর্মীদের তথ্য সরবরাহ না করলে তথ্য অধিকার আইনে নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে আপিল করা যাবে।

তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯ এর ধারা ৪ অনুসারে, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার রয়েছে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। কোনো নাগরিক তথ্য লাভে ব্যর্থ হলে তথ্য অধিকার আইনের আওতায় ৩০ দিনের মধ্যে তথ্য কমিশনে আপিল ও অভিযোগ দায়ের করতে পারবে। আপিল কর্তৃপক্ষ আপিল আবেদন প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে আবেদনকারীকে তথ্য প্রদান করতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেবেন অথবা তথ্য প্রাপ্তির আবেদন বিবেচনাযোগ্য না হলে আপিল আবেদনটি খারিজ করে দেবেন। এক্ষেত্রে তথ্য কমিশন এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে অভিযোগ গ্রহণ এবং অনুসন্ধান করবেন। অভিযোগ প্রমাণিত হলে কমিশন দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে অভিযোগের দিন থেকে তথ্য সরবরাহের তারিখ পর্যন্ত প্রতি দিনের জন্য ৫০ টাকা হারে জরিমানা আরোপ করবেন। তবে এই জরিমানা কোনোভাবেই ৫০০০ টাকার বেশি হবে না। আবার কমিশন প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উল্লিখিত জরিমানা ছাড়াও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাজ অসদাচরণ হিসেবে গণ্য করে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তির ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বরাবর সুপারিশ করবেন। এই ধারার অধীনে কোনো জরিমানা বা ক্ষতিপূরণ পরিশোধ না হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার কাছ থেকে Public Demands Recovery Act, 1913 (Act IX of 1913) এর বিধান অনুযায়ী বকেয়া ভূমি রাজস্ব যে পদ্ধতিতে আদায় করা হয় সেই পদ্ধতিতে আদায়যোগ্য হবে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, কোনো প্রশাসনিক কর্মকর্তা গণমাধ্যম কর্মীদের তথ্য না দিলে তথ্যমন্ত্রী তার বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। এর আলোকে তথ্য চেয়ে না পেলে আইনি প্রতিকার কী হবে তাই উপরে উল্লেখ করা হয়েছে।

**ঘ** তথ্য অধিকার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য অর্থাৎ "তথ্য নেবো, তথ্য দেবো, দেশ গড়ায় অংশ নেবো"—বিষয়টি তথ্য অধিকার আইনের সুফল ভোগের সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে ২০০৯ সালের তথ্য অধিকার আইন নাগরিক জীবনে বড় ধরনের ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। এই আইনের ফলে সরকারি ও বেসরকারি কর্তৃপক্ষগুলো নাগরিককে আবেদন সাপেক্ষে তথ্য প্রদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছে। এই আইনের মাধ্যমে জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। ভূমি ও ভূমি ব্যবস্থাপনা, হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা, সরকারি চাকরি, প্রশাসন ও মামলা মোকদ্দমা, স্থানীয় সরকারি প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কৃষি ইত্যাদি বিষয়ের তথ্য প্রাপ্তির মাধ্যমে দুর্নীতির মাত্রা কমেছে। নাগরিকরাও নানাভাবে উপকৃত হচ্ছে। এই আইন সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ, তা বাস্তবায়ন ও মনিটরিংয়ের ক্ষেত্রে নাগরিকের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করেছে।

https://teachingbd24.com

উদ্দীপকে দেখা যায়, ২০১৫ সালের তথ্য অধিকার সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয়ের মধ্যে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকার, তথ্য সরবরাহের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার কর্তব্য এবং উভয় পক্ষের দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নেওয়ার কথা রয়েছে। তথ্য অধিকার আইনের যথাযথ প্রয়োগ প্রশাসনের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারে। তথ্যের অবাধ সরবরাহের সাথে দুর্নীতি হ্রাসের সম্পর্ক বিদ্যমান। আর দুর্নীতি হ্রাস করা গেলে দেশের উন্নয়নের কাজ সহজ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, নাগরিকের পক্ষ থেকে সক্রিয়ভাবে তথ্য চেয়ে আবেদন করা, দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার দ্রুত সে আবেদনে সাড়া দেওয়া ও সবাই মিলে দেশগঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করা অবশ্যই তথ্য অধিকার আইনের সুফল ভোগের সহায়ক হবে। সব পক্ষের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া আইনটি কোনো কাজে আসবে না।

**প্রশ্ন ▶ ১৬** জনাব রুহুল আমীন এক পুত্র ও দুই কন্যা সন্তান রেখে মৃত্যুবরণ করেন। পুত্র সাজ্জাদ পিতার মৃত্যুর পর দুই কন্যা আমেনা ও ইরাকে সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করে। আমেনা ও ইরা বাধ্য হয়ে ভাই সাজ্জাদের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার রায়ে আমেনা ও ইরা সম্পত্তির অধিকার লাভ করে। সাজ্জাদ তার ভুল বুঝতে পেরে বোনদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। *[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. স্বাধীনতা কী? ১

খ. বিধিবিধান বা নিয়ম-কানুনকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. 'সম্পত্তির অধিকার' কোন ধরনের অধিকারের অন্তর্ভুক্ত? এর প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. সাজ্জাদের কর্মকাণ্ড কোন ধরনের অধিকারের পরিপন্থী? বিশ্লেষণ করো। ৪

**১৬ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অন্যের বিষয়ে হস্তক্ষেপ বা বাধা সৃষ্টি না করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কাজ করাই স্বাধীনতা।

**খ** বিধিবিধান বা নিয়ম-কানুনকে আইন বলে।

আইন ফারসি শব্দ। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Law, যা টিউটনিক মূল শব্দ lag থেকে এসেছে। এর অর্থ স্থির বা অপরিবর্তনীয় এবং সবার ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য। সমাজজীবনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং সুস্থ জীবনযাপনের জন্য মানুষকে রাষ্ট্রপ্রদত্ত বিধি-নিষেধ ও নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। এসব বিধি-নিষেধ বা নিয়ম-কানুনই আইন। রাষ্ট্র আইন তৈরি করে, অনুমোদন দেয় এবং বলবৎ করে। আইনের মাধ্যমে মানুষের বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং তা ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয়। আইনের মূলকথা হলো, আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান।

**গ** 'সম্পত্তির অধিকার' সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

যেসব অধিকার নাগরিকের সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য তাকে সামাজিক অধিকার বলে। মানুষের জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য বিভিন্ন সামাজিক অধিকার প্রয়োজন। এসব অধিকারের সহায়তায় নাগরিকরা তাদের সম্ভাবনা ও ব্যক্তিত্বের সদ্ব্যবহার করে সামাজিক ও জাতীয় জীবনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পিতার মৃত্যুর পর দুই বোন ও এক ভাইয়ের মধ্যে সম্পত্তি নিয়ে ঝামেলা হলে তা শেষ পর্যন্ত আদালতে গড়ায়। আদালতের রায়ে দুই বোন তাদের পৈত্রিক সম্পত্তির অংশ পায়, যা অন্যতম সামাজিক অধিকার। স্থান, কালভেদে সামাজিক অধিকারগুলো বিভিন্ন প্রকারের হলেও এর মধ্যে কতগুলো রয়েছে মৌলিক। যেমন- ব্যক্তি স্বাধীনভাবে রাষ্ট্রে বসবাস করবে। কাউকে বিনা বিচারে আটক রাখা বা শাস্তি দেওয়া যাবে না। প্রত্যেক নাগরিকের স্বাধীন চিন্তা, মত প্রকাশ এবং আইন ও সংবিধান মেনে সরকারের গঠনমূলক সমালোচনার অধিকার রয়েছে। তবে এই মতপ্রকাশ যেন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে না যায় সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সব মানুষ আইনের চোখে সমান থাকবে। সবাই সমান আইনগত সুবিধা ভোগ করবে। এছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের শিক্ষা লাভের অধিকার রয়েছে। এগুলো ছাড়াও অন্য গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকারগুলো হলো- চলাফেরার অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভা-সমিতির অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার, খ্যাতি বা সম্মান লাভের অধিকার ইত্যাদি।

**ঘ** উদ্দীপকের সাজ্জাদের কর্মকাণ্ড ব্যক্তির আইনগত অধিকারের পরিপন্থী।

অধিকারকে প্রথমত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। যথা— নৈতিক ও আইনগত অধিকার। রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকারের পেছনে রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব রয়েছে। এই অধিকার ভঙ্গকারীকে রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া যায়। আইনগত অধিকারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার।

যে সব অধিকার নাগরিকের সভ্য জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজন এবং ব্যক্তিত্ব বিকাশের সহায়ক তাকে সামাজিক অধিকার বলে। মতামত প্রকাশ, ধর্ম চর্চা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা প্রভৃতি সামাজিক অধিকার। রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের জন্য রাষ্ট্র ও সরকার যে সব অধিকার সংরক্ষণ করে তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। স্থায়ীভাবে বসবাস করা, নির্বাচন করা, সরকারি চাকরি লাভ ইত্যাদি রাজনৈতিক অধিকার। এছাড়া জীবনধারণ ও জীবনকে উন্নত করার জন্য রাষ্ট্র যে সব আর্থ-সামাজিক অধিকার প্রদান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভ প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকার।

উদ্দীপকের সাজ্জাদ পিতার মৃত্যুর পর বোনদের সম্পত্তির ভাগ দিতে অস্বীকার করেছিল। তারা মামলা করে সম্পত্তির অংশ পায়। অধিকারের ধরনের ভিত্তিতে বলা যায়, সাজ্জাদ তার বোনদের অন্যতম আইনগত অধিকার 'সামাজিক অধিকার' থেকে বঞ্চিত করেছিল।

**প্রশ্ন ▶ ১৭** লোকমান সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। তিনি নিয়মিত কর প্রদান করে থাকেন। ব্যবসায়ে তার দীর্ঘদিনের সুনাম থাকায় এলাকার ব্যবসায়ীরা তাকে নেতা নির্বাচিত করেছেন। অপরদিকে, তার বন্ধু ফজলুল হক নিয়মিত কর প্রদান করেন না। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফটকা কারবারে লাগান। লোকমান সাহেব নিষেধ করলেও তিনি শোনেন না। *[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস কবে? ১

খ. আইন প্রণয়ন কোন বিভাগের প্রধান কাজ? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. নাগরিক হিসেবে লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ড কীসের পরিচয় বহন করে? বর্ণনা করো। ৩

ঘ. ফজলুল হকের ভূমিকা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক— মতামত দাও। ৪

**১৭ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ১০ ডিসেম্বর।

**খ** আইন প্রণয়ন আইন বিভাগ বা আইনসভার প্রধান কাজ।

আধুনিক যুগে আইনের প্রধান উৎস হলো আইনসভা। রাষ্ট্রীয় মূলনীতির আলোকে দেশ পরিচালনা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য আইনসভা জনমতের সাথে সঙ্গতি রেখে নতুন আইন প্রণয়ন, পুরাতন আইন সংশোধন ও অপ্রয়োজনীয় আইন বাতিল করে থাকে। এছাড়া আইনসভা সরকারের শাসন সংক্রান্ত নীতিমালা নির্ধারণ করে। আইনসভার প্রণীত আইনের মাধ্যমেই শাসনকাজ পরিচালিত হয়।

**গ** নাগরিক হিসেবে লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ড কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় বহন করে।

কর্তব্য বলতে করণীয় কাজ বোঝায়। কর্তব্য পালন করা নাগরিকের দায়িত্ব। আর আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে নাগরিক কর্তব্য বলে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

https://teachingbd24.com

আধুনিক রাষ্ট্রগুলো নাগরিক কল্যাণের জন্য বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। এ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ভারের মূল উৎস হলো নাগরিক প্রদত্ত কর। তাই রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের নিয়মিত কর প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। উদ্দীপকের সৎ ব্যবসায়ী লোকমান সাহেবও নিয়মিত কর প্রদান করেন। সুতরাং বলা যায়, লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

**ঘ** উদ্দীপকের লোকমান সাহেবের বন্ধু ফজলুল হকের ভূমিকা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক—এ বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত।

নাগরিক হিসেবে মানুষ রাষ্ট্রের প্রতি যেসব দায়িত্ব পালন করে তাই কর্তব্য। এর মধ্যে অর্থনৈতিক কর্তব্য অন্যতম। নিয়মিত কর প্রদান, সৎভাবে ব্যবসা অর্থনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত, যা ফজলুল হক সাহেব পালন করেন নি। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যেমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদেরকে কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়, যা রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুন্দর করে তোলে। একজনের অধিকার বলতে অন্যের কর্তব্য পালনকে বোঝায়। যেমন— ভোট ব্যক্তির অধিকার, আর ভোটাধিকার প্রয়োগ তার কর্তব্য। শিক্ষা ব্যক্তির অধিকার, আর সন্তানকে শিক্ষিত করা তার কর্তব্য। আবার প্রত্যেকের যেমন বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তেমনি তার কর্তব্য হলো অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা।

উদ্দীপকের ফজলুল হক কর ফাঁকি দিয়ে এবং ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফটকা ব্যবসা করে রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য পালনে অবহেলা করেছেন। আমরা জানি, নাগরিক প্রদত্ত করের টাকা দিয়েই সরকার রাষ্ট্রীয় কাজগুলো সম্পাদন করে। নাগরিকরা যদি স্বেচ্ছায় ও যথাসময়ে কর প্রদান না করে তাহলে রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনা ব্যাহত হবে। সে ক্ষেত্রে রাষ্ট্র সবসময় নাগরিককে ন্যায়সঙ্গত অধিকারের নিশ্চয়তা দিতে পারবে না। ফলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রা থেমে যাবে। এছাড়া ফজলুল হক ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে যে ফটকা ব্যবসা করছেন, তাও নৈতিকতাবিরোধী।

ওপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, ফজলুল হকের ভূমিকা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক।

**প্রশ্ন ▶ ১৮** মি: ইকবাল ও মাহমুদ হোসেন দুই বন্ধু। এরা বাংলাদেশের নাগরিক। মি: ইকবাল রাষ্ট্রের প্রতি তার করণীয় সম্পর্কে সচেতন। তিনি নির্বাচনে ভোটদানের পাশাপাশি নিয়মিত কর প্রদান করেন। কিন্তু মাহমুদ হোসেন এসব বিষয়ে উদাসীন। সম্প্রতি তিনি তার প্রতিবেশীকে প্রহার করায় আদালত কর্তৃক শাস্তি ভোগ করেছেন। *[কু. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৬]*

ক. অধিকার বলতে কী বোঝ? ১

খ. সরকারের যে বিভাগ দেশ পরিচালনা করে তার দুটি কাজ সম্পর্কে লেখ। ২

গ. মি: ইকবাল-এর কর্মকাণ্ড তোমার পঠিত যে বিষয়টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. মাহমুদ হোসেনের কর্মকাণ্ড সুনাগরিকতার অন্তরায়— তুমি কি একমত? যুক্তিসহ লেখ। ৪

### ১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা।

**খ** সরকারের শাসন বিভাগ দেশ পরিচালনা করে। শাসন বিভাগের দুটি কাজ হলো- অভ্যন্তরীণ শাসন পরিচালনা এবং সামরিক কার্যাবলি।

শাসন বিভাগের প্রধান কাজ হলো দেশের অভ্যন্তরে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও জনজীবনের নিরাপত্তা প্রদান করা। এছাড়া দেশের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা রক্ষার গুরু দায়িত্ব শাসন বিভাগের ওপর ন্যস্ত থাকে। রাষ্ট্রপ্রধান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসেবে সামরিক বাহিনীর প্রয়োজনীয় নিয়োগ, পদোন্নতি কিংবা বহিষ্কারের কাজটি করেন।

**গ** সৃজনশীল ১৭ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ১৯** রোকেয়া একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম. এ পাস করেছেন। বাবা-মা রোকেয়ার পছন্দের পাত্রের সাথে তার বিয়ে দেন। বিয়ের পর রোকেয়া একটি স্কুলে চাকরি নেন। কিন্তু তার স্বামী তাকে কিছুতেই চাকরি করতে দিতে রাজি নন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত রোকেয়া স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে নেন। *[চ. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বাংলাদেশের আইনসভা পরিচালনা করেন কে? ১

খ. একটি জাতিকে অন্য একটি জাতি থেকে আলাদা ভাবাকে কী বলে? ব্যাখ্যা করো। ২

গ. রোকেয়া যে ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন তা বিশ্লেষণ করো। ৩

ঘ. রোকেয়ার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হলে কোন কোন অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে এবং সমাজে এর কী প্রভাব পড়বে? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশের আইনসভা পরিচালনা করেন স্পিকার।

**খ** একটি জাতিকে অন্য একটি জাতি থেকে আলাদা ভাবাকে জাতীয়তা বলে।

জাতীয়তা হচ্ছে একটি মানসিক ধারণা। জাতীয়তার ইংরেজি প্রতিশব্দ Nationality, যা ল্যাটিন Natus শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ জন্ম বা বংশ। সুতরাং বলা যায়, একই ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বংশ, ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং ভৌগোলিক সান্নিধ্যতার সূত্রে আবদ্ধ জনসমষ্টি যখন নিজেদেরকে অন্যদের চেয়ে আলাদা মনে করে তখন এটা সেই জনসমষ্টির জাতীয়তা।

**গ** সৃজনশীল ৫ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ৫ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ২০** জনাব হাসিব ও রিয়াজ দু'জনেই একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাস করেন। দু'জনেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করছে রাষ্ট্র। তারা স্বাধীনভাবে চিন্তা ও মত প্রকাশ করতে পারেন। জনাব রিয়াজ সর্বদা রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকেন। তিনি নিয়মিত কর, খাজনা পরিশোধ করেন। তিনি নিজে সততার সাথে ভোট প্রদান করেন এবং অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু হাসিব এসব বিষয়ে উৎসাহবোধ করেন না। *[সি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ২]*

ক. অধিকার কী? ১

খ. স্বাধীনতার একটি রক্ষাকবচ বর্ণনা করো। ২

গ. জনাব হাসিবের এ উদাসীনতা কি রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনবে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. জনাব হাসিব ও জনাব রিয়াজকে কি সুনাগরিক বলা যায়? বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২০ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্র স্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

**খ** স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলা হয়।

স্বাধীনতার একটি রক্ষাকবচ হচ্ছে আইন। এটি স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং তা সবার জন্য উন্মুক্ত করে। আবার আইনের সাহায্যে রাষ্ট্র মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সবার কাছে সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

Teachingbd24.com

**গ** জনাব হাসিবের উদাসীনতা কর্তব্য পালনের বিপরীত বলে তা রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনবে না।

রাষ্ট্রে আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে নাগরিক কর্তব্য বলে। বাংলাদেশ সংবিধানের ২১নং অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যেমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদেরকে কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়, যা রাষ্ট্রীয় জীবনকে সুন্দর করে তোলে। একজনের অধিকার বলতে অন্যের কর্তব্য পালনকে বোঝায়। যেমন- ভোট নাগরিকের অধিকার, আবার রাষ্ট্রের দিক থেকে দেখলে ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কর্তব্য। শিক্ষা ব্যক্তির অধিকার, আবার সন্তানকে শিক্ষিত করা তার কর্তব্য। প্রত্যেকের যেমন বেঁচে থাকার অধিকার আছে, তেমনি তার কর্তব্য হলো অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা। তাতে অন্যজনের বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষা পাবে।

উদ্দীপকের জনাব হাসিব স্বাধীনতা ভোগ করছেন ঠিকই, তবে তিনি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য পালনে উদাসীন। তার এ উদাসীনতা রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনবে না। তার কর্তব্যবিহীন অধিকার ভোগ ও কর্তব্যে উদাসীনতা সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে। এছাড়া এতে একজনের স্বাধীনতা অন্যের স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হবে এবং রাষ্ট্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে।

**ঘ** উদ্দীপকের জনাব রিয়াজকে সুনাগরিক বলা যায়, তবে নাগরিক কর্তব্য পালনে অনীহার কারণে জনাব হাসিবকে সুনাগরিক বলা যাবে না।

রাষ্ট্রের যেসব নাগরিক বুদ্ধিমান, বিবেকসম্পন্ন ও আত্মসংযমী তাদের সুনাগরিক বলা হয়। উদ্দীপকের জনাব হাসিব ও রিয়াজ দুজনেই স্বাধীন রাষ্ট্রে বসবাস করেন। দুজনেই রাষ্ট্রের ভেতরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন ও রাষ্ট্রের দেওয়া নিরাপত্তা গ্রহণ করেন। এছাড়াও তাদের চিন্তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা রয়েছে। কিন্তু দুইজনের মধ্যে শুধু জনাব রিয়াজ সর্বদা রাষ্ট্রের আইন মেনে চলেন, কর প্রদান করেন, সততার সাথে ভোট দেন ও অন্যদেরকেও ভোট দানে উৎসাহিত করেন। এই গুণগুলো শুধু জনাব রিয়াজের ক্ষেত্রেই নয়, বরং সব বিবেক বোধসম্পন্ন নাগরিকের মধ্যেই থাকে। এই গুণগুলো চর্চার মাধ্যমে একজন নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি তার কর্তব্য পালন করতে পারেন। পাশাপাশি তারও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয়। রিয়াজের মতো বিবেকবান মানুষ একদিকে যেমন রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করেন, ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি যথাযথভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন এবং ন্যায়ের পক্ষে থাকেন। অপরদিকে, জনাব হাসিব কর্তব্য পালনে উদাসীন। তিনি কেবল রাষ্ট্রের অধিকার ভোগ করেন কিন্তু কোনো দায়িত্ব পালন করেন না। অর্থাৎ তিনি সুনাগরিক হবার শর্তাবলি পূরণ করেন না।

অতএব, উল্লিখিত কারণে জনাব রিয়াজকে সুনাগরিক বলা গেলেও জনাব হাসিবকে সুনাগরিক বলা যাবে না।

**প্রশ্ন ▶ ২১** মি. ইকবাল ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ এবং স্থানীয় পত্রিকার মালিক। তার বন্ধু মি. হাবিব একজন সমাজকর্মী। মাঝে মাঝে সেমিনারে একজন নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্র থেকে কী কী সুযোগ-সুবিধা পেতে পারে তা নিয়ে তথ্য প্রদান করেন। তবে তিনি এটিও মনে করিয়ে দেন যে, কিছু দায়িত্ব পালন ছাড়া ঐ সুযোগ-সুবিধাগুলো দাবি করা যায় না।

*[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অধিকার কী? ১

খ. নৈতিক অধিকার কীভাবে সমাজকে দৃঢ় করে? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বন্ধুদ্বয় বিভিন্ন প্রকার অধিকার ভোগ করছেন— ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. হাবিব এর বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ করো। ৪

**২১ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা।

**খ** নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। যেমন– ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাবার অধিকার, দুর্বলের বা দরিদ্রের সাহায্য পাবার অধিকার, সন্তানের প্রতি পিতামাতার ভরণ-পোষণের অধিকার প্রভৃতি। নৈতিক অধিকারের পিছনে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বা অনুমোদন থাকে না। এটা ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। তবে নৈতিক অধিকারের পিছনে সমাজের সমর্থন বিদ্যমান। কোন ব্যক্তি এ অধিকার ভঙ্গ করলে সমাজ কর্তৃক তার কাজের সমালোচনাই তার শাস্তি। নৈতিক অধিকার সামাজিক বন্ধনকে মজবুত করে।

**গ** উদ্দীপকে বন্ধুদ্বয়ের অধিকার ভোগের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দ্বারা অধিকারের শ্রেণিবিভাগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

অধিকার হচ্ছে ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা। অধিকার নৈতিক ও আইনগত এ দুই ধরনের হতে পারে। তবে আইনগত অধিকারই পৌরনীতির আলোচ্য বিষয়। আইনগত অধিকার আবার তিন ধরনের হয়ে থাকে। যথা- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার।

উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. ইকবালের ব্যবসা, রাজনীতি ও পত্রিকার মালিকানার বিষয়গুলো দ্বারা যথাক্রমে আইনগত অধিকার হিসেবে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিষয়গুলো ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে, মি. হাবিবের সমাজকর্মী হিসেবে কর্মকাণ্ড পরিচালনার মাধ্যমে স্বাধীন মতামত প্রকাশ ও সভা-সমিতি গঠন করার দিকগুলো ফুটে উঠেছে, যা সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

**ঘ** সৃজনশীল ২ নং প্রশ্নের 'ঘ' এর উত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ২২** রাবেয়া একজন পোশাক কর্মী। রাবেয়াসহ তার অন্য সহকর্মীরা দীর্ঘদিন যাবৎ তাদের বেতন বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে আসছিল। কিন্তু কিছুদিন আগে হঠাৎ মালিকপক্ষ তার প্রতিষ্ঠানে পুরুষ শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করলেও নারী শ্রমিকদের বেতন বৃদ্ধি করেনি। এ ঘটনায় রাবেয়া বিক্ষুব্ধ নারী শ্রমিকদের সংগঠিত করে প্রতিবাদ করলে মালিকপক্ষ রাবেয়ার ওপর চড়াও হয়। এক পর্যায়ে তাকে চাকরিচ্যুত করা হয় এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে গ্রেপ্তার করা হয়। এতে রাবেয়ার পরিবারে অন্ধকার নেমে আসে। *[বি. বো. '১৬। প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আইন কী? ১

খ. মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় নারী শ্রমিকরা কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে তুমি মনে কর? ৩

ঘ. রাবেয়ার প্রতি মালিকপক্ষের আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে কী ধরনের প্রভাব ফেলবে? যুক্তি দাও। ৪

**২২ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আইন বলতে সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ** মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সভ্য সমাজে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জীবন ধারণ করা, ন্যায়বিচার পাওয়া, অবাধ ও মুক্ত চিন্তা, মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার ইত্যাদি মানবাধিকার। জাতি, ধর্ম,বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকারগুলো এক ধরনের হয়ে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই করা যেতে পারে।

https://teachingbd24.com

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় নারী শ্রমিকরা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত বলে আমি মনে করি।

যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব, দারিদ্র্য ও পুষ্টিহীনতা থেকে মুক্তি দিয়ে, অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। অর্থনৈতিক অধিকার না থাকলে নাগরিকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান এর ২০(১) অনুচ্ছেদে বলা আছে, "কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং 'প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।"

উদ্দীপকে আমরা দেখি, রাবেয়া একজন পোশাক কর্মী। সে এবং তার নারী সহকর্মীরা দীর্ঘদিন বেতন বাড়ানোর দাবি জানালেও মালিকপক্ষ তাদের বেতন না বাড়িয়ে কেবল পুরুষ শ্রমিকদের বেতন বাড়ায়। যার কারণে রাবেয়াসহ অন্যান্য নারী কর্মী আন্দোলন করলে মালিকপক্ষ রাবেয়াকে চাকরিচ্যুত করে এবং মিথ্যা মামলা দিয়ে পুলিশে দেয়।

অতএব, উল্লেখিত সংবিধানের ধারা অনুযায়ী আমরা স্পষ্টই বলতে পারি, উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনায় নারী শ্রমিকরা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

**ঘ** রাবেয়ার প্রতি মালিকপক্ষের আচরণে অর্থনৈতিক অধিকার ও মানবাধিকারের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এ পরিস্থিতি সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় অন্তরায় হতে পারে।

উদ্দীপকে রাবেয়াকে ন্যায্য মজুরি লাভ ও শ্রমিক সংঘ গঠনের মতো অর্থনৈতিক অধিকার থেকে সরাসরি বঞ্চিত করা হয়েছে। এছাড়া মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার হওয়া তার ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকারকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। ন্যায়বিচার পাওয়ার অধিকার একটি মৌলিক মানবাধিকার। জাতিসংঘের মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে যে ৩০ টি ধারা রয়েছে তার মধ্যে (৩, ৮, ১৯, ২২-২৫) এই ধারাগুলির পরিপন্থী আচরণ করা হয়েছে রাবেয়ার সাথে। এই সব ধারায় যথাক্রমে জীবনধারণ, স্বাধীনতা ও নিরাপত্তা পাওয়া, মৌলিক অধিকার খর্ব হলে বিচার পাওয়া, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ, সামাজিক নিরাপত্তা লাভ, কর্মের অধিকার, পারিশ্রমিক লাভ ইত্যাদি অধিকারের কথা রয়েছে। অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়াও এসব অধিকার ভোগ করা থেকে রাবেয়াকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এখানে মানবাধিকার নিশ্চিতকরণে সুশাসনের অভাব দেখা যায়।

উদ্দীপকের রাবেয়ার মতো নারী কর্মীদের প্রতি এমন আচরণে সমাজের অন্য নারীরাও ঘরের বাইরে গিয়ে কাজ করার প্রতি নিরুৎসাহিত হতে পারে। তৈরি পোশাক খাতের বেশিরভাগ কর্মীই নারী। সুতরাং নারীরা কর্মক্ষেত্রে না এলে দেশের অন্যতম প্রধান রপ্তানি খাতে নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। নারীর অর্থনৈতিক সক্ষমতা কমে যাওয়ায় সমাজে তার সার্বিক ক্ষমতায়নও পিছিয়ে যাবে। নারী-পুরুষ বৈষম্য বৃদ্ধি পাবে। এটি সমাজ ও রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, রাবেয়ার প্রতি মালিকপক্ষের আচরণ সমাজ ও রাষ্ট্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে, যা সুশাসন প্রতিষ্ঠার অন্তরায়।

**প্রশ্ন ▶ ২৩** প্রকৌশলী মাহমুদ হাসান সাহেব পেশাগত কাজে সুইডেন ও নরওয়ে গিয়েছিলেন। এসব দেশের নাগরিকদের অধিকার সচেতনতা ও কর্তব্যবোধ দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। মাহমুদ সাহেব এর ধারণা একদিন পৃথিবীর সব দেশের মানুষই তাদের অধিকার ও কর্তব্যবোধ সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠবেন। *[ঢাকা কলেজ | প্রশ্ন নং ১১]*

ক. মানবাধিকার কী? ১

খ. আইনের শাসন বলতে কী বোঝ? ২

গ. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে পার্থক্যগুলো দেখাও। ৩

ঘ. 'অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত' উক্তিটির যথার্থতা নির্ণয় কর। ৪

**২৩ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

**খ** আইনের শাসন হলো রাষ্ট্র পরিচালনার নীতিবিশেষ, যেখানে সরকারের সব কার্যক্রম আইনের মাধ্যমে পরিচালিত হয় এবং যেখানে আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে।

ব্যবহারিক ভাষায় আইনের শাসনের অর্থ হলো, রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত সরকার সর্বদা আইন অনুযায়ী কাজ করবে এবং রাষ্ট্রের কোনো নাগরিকের অধিকার লঙ্ঘিত হলে আদালতের মাধ্যমে সে তার প্রতিকার পাবে। আইনের চোখে সবাই সমান এবং কেউ আইনের উর্ধ্বে নয়। যে কেউ আইন ভঙ্গ করলে তাকে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হবে এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা হবে— এটাই আইনের শাসনের বিধান। মোট কথায় আইনের শাসন তখনই বিদ্যমান থাকে, যখন সরকারি ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অনুশীলন আদালতের পর্যালোচনাধীন থাকে, যে আদালতের শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সব নাগরিকের সমান।

**গ** মানবাধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের তুলনামূলক কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়।

মানবাধিকার বলতে বিশ্বের নাগরিক হিসেবে নাগরিকগণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে সকল অধিকার ভোগ করে সেগুলোকে বোঝায়। আর মৌলিক অধিকার বলতে সেই সকল অধিকারকে বোঝায় যা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য। মানবাধিকারের উৎস হলো আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ। অপরদিকে, মৌলিক অধিকারের উৎস হলো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধান। মানবাধিকারের রক্ষক হলো জাতিসংঘ। আর মৌলিক অধিকারের রক্ষক রাষ্ট্র এবং সংবিধান। মানবাধিকারের পরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। আর মৌলিক অধিকারের পরিধি নিজ রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ। মৌলিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র একই ধরনের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং তা রক্ষা করতে বাধ্য। আর এক রাষ্ট্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ভিন্নতর হতে পারে। মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার। আর মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় বা স্থানীয় অধিকার। মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে। কিন্তু মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে। মানবাধিকার কার্যকর করা সহজ নয়। পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকার অনেকটা সহজে কার্যকর করা যায়।

মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রে নিরাপত্তা বোধ না করলে মানবাধিকার বলে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে সে সুযোগ প্রদান করে না। বস্তুত মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য লক্ষ করা গেলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করা।

**ঘ** 'অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত'— উক্তিটি যথার্থ।

অধিকার ভোগ করলে কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- ভোটদান নাগরিকের অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কর্তব্য। একটি ভোগ করলে অন্যটি পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্য নির্দেশ করে। যেমন- আমার পথ চলার অধিকার আছে-এর অর্থ আমি পথ চলব এবং অন্যজনকেও পথ চলতে দেব। আবার, আমি যখন পথ চলব অন্যজনও আমাকে পথ চলার সুযোগ করে দেবে। এছাড়া তৃতীয়ত, আমরা রাষ্ট্র প্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করি। তার বিনিময়ে আমাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করি। এছাড়া সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা শিক্ষা লাভের অধিকার ভোগ করি এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করি। শিক্ষা লাভ আমাদের অধিকার, অর্জিত শিক্ষা প্রয়োগ করা কর্তব্য।

মূলত অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার কর্তব্যের মধ্যেই নিহিত।

https://teachingbd24.com

**প্রশ্ন ▶ ২৪** পৌরনীতির শিক্ষক হাফিজ বলেন, পৌরনীতি ও সুশাসন নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। পৌরনীতি নাগরিকের সকল দিক নিয়ে আলোচনা করে। একজন নাগরিক যেমন অধিকার ভোগ করবে তেমনি সে কর্তব্য পালন করবে। অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটায়। ফলে নাগরিকের রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও সার্থক হয়। *[বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. তথ্য কমিশন মোট কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়? ১

খ. অধিকার বলতে কী বোঝায়? এটা কত প্রকার ও কী কী? ২

গ. একজন নাগরিকের কী কী কর্তব্য পালন করতে হয়? বইয়ের আলোকে লেখ। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে? বিশ্লেষণ কর। ৪

**২৪ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** তথ্য কমিশন মোট তিন জন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়।

**খ** অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

অধিকার প্রধানত দুই প্রকার। যথা– ১. নৈতিক অধিকার ও ২. আইনগত অধিকার।

আইনগত অধিকারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো– (ক) সামাজিক অধিকার (খ) অর্থনৈতিক অধিকার ও (গ) রাজনৈতিক অধিকার। এছাড়া নাগরিকের সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিক অধিকার রয়েছে।

**গ** পাঠ্যবইয়ের আলোকে বলা যায়, একজন নাগরিককে বেশকিছু কর্তব্য পালন করতে হয়।

একজন নাগরিকের প্রধান কর্তব্য হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। আইন শুধু নিজে মানলেই চলবে না, অন্যরাও যাতে আইন মেনে চলে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করাও নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব। নির্বাচনে ব্যক্তিগত স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সততা ও বিজ্ঞতার সাথে ভোট প্রদান করা উচিত। রাষ্ট্রের সেবা করা প্রতিটি নাগরিকের পবিত্র কর্তব্য। রাষ্ট্র যদি কোনো নাগরিককে অবৈতনিক বিচারক বা জুরির দায়িত্ব প্রদান করে কিংবা সাক্ষ্য প্রদানের জন্য পাঠায় তখন তার উক্ত দায়িত্ব পালন করা উচিত।

রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর বিভিন্ন কর আরোপ করে এ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। তাই নিয়মিত কর প্রদান করা নাগরিকের কর্তব্য। শিক্ষা ব্যতীত নাগরিক ও মানবিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে না। তাই সন্তানদের সুশিক্ষিত করে গড়ে তোলা নাগরিকের কর্তব্য। এছাড়া পরিবার, সমাজ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও নাগরিককে কর্তব্য পালন করতে হয়।

**ঘ** অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে বলে আমি মনে করি।

সামাজিক জীব হিসেবে মানুষ যেসব সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তাকে অধিকার বলা হয়। অধিকার হলো ব্যক্তির সেসব সুযোগ-সুবিধা যা উপভোগের মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। অধিকার হলো সমাজ জীবনের এমন কতগুলো শর্তাবলি যার অনুপস্থিতিতে কোনো মানুষের পক্ষে নিজস্বতা বা স্বকীয়তার প্রকাশ, বিকাশ বা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। তাই সুসভ্য জীবনের সাথে নাগরিক অধিকারের স্বীকৃতি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। অধিকার হলো রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সেসব সুযোগ-সুবিধা যার মাধ্যমে মানুষ সাধারণভাবে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন করে। ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলেই অধিকারের উপভোগ অর্থবহ ও সার্থক হয়ে ওঠে।

নাগরিকের কর্তব্য বলতে রাষ্ট্রের প্রতি করণীয় কাজকে বোঝায়। অর্থাৎ রাষ্ট্রের স্বাধীন নাগরিক হিসেবে বসবাস করতে হলে প্রত্যেক নাগরিককে অবশ্যই কিছু কাজ করতে হয়। অর্থাৎ অধিকার ভোগের বিনিময়ে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণে নাগরিকগণকে রাষ্ট্রের প্রতি যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে। আমরা যেমন রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার দাবি করি, রাষ্ট্র তেমনি আমাদের কাছ থেকে কিছু কর্তব্য বা দায়িত্ব পালন প্রত্যাশা করে। অর্থাৎ মানুষ যখন রাষ্ট্র সৃষ্ট অধিকার উপভোগের সুযোগ লাভ করে তখন তার ওপর রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের বাধ্যবাধকতা এসে পড়ে। রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করা নাগরিকের নৈতিক দায়িত্ব।

ওপরের আলোচনার ভিত্তিতে তাই বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও নৈতিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে।

**প্রশ্ন ▶ ২৫** ডা. করিম ইছাপুর গ্রামে বসবাস করেন। সমাজে তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। তিনি তার সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন। *[আইডিয়াল কলেজ, ধানমন্ডি, ঢাকা | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. নাগরিকের কর্তব্যকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? ১

খ. মানবাধিকারের ধারণা ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে ডা. করিমের ভোগ করা অধিকারগুলো কী ধরনের অধিকার? নিরূপণ করো। ৩

ঘ. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও ডা. করিমের এরূপ কিছু অধিকার রয়েছে— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**২৫ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** নাগরিকের কর্তব্যকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য।

**খ** মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সভ্য সমাজে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জীবন ধারণ করা, ন্যায়বিচার পাওয়া, অবাধ ও মুক্ত চিন্তা, মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার ইত্যাদি মানবাধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকারগুলো এক ধরনের হয়ে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই করা যেতে পারে।

**গ** উদ্দীপকের ডা. করিমের ভোগ করা অধিকারগুলো সামাজিক অধিকারের অন্তর্গত।

সামাজিক অধিকার বলতে ব্যক্তির সে ধরনের অধিকারকে বোঝায়, যা সামজিক জীবন যাপনের জন্য এবং জীবন সংরক্ষণের জন্য অপরিহার্য বলে বিবেচিত হয়। সামাজিক অধিকার উপভোগের মাধ্যমে ব্যক্তি তার অন্যান্য দিকের উন্নতি সাধন ছাড়াও ব্যক্তিত্ব বিকাশ সাধন করতে সমর্থ হয়। জীবন রক্ষার অধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, চলাফেরা করার অধিকার, বিনা বিচারে আটক না থাকার অধিকার, সংঘবদ্ধ হওয়ার অধিকার, সভা-সমিতির অধিকার, চুক্তি করার অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতার অধিকার, পরিবার গঠনের অধিকার, ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকার, খ্যাতি লাভের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সমাজে সুখী ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য সামাজিক অধিকারগুলো ভোগ করে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ডা. করিম ইছাপুর গ্রামে বসবাস করেন। সমাজে তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। তিনি তার সন্তানদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়েছেন। যা অধিকারের শ্রেণি বিভাগসমূহের মধ্যে সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

Teachingbd24.com

**ঘ** উদ্দীপকের ডা. করিম তার পেশা গ্রহণের ফলে অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রেও তার এরূপ আরও কিছু অধিকার রয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক তার যোগ্যতা অনুযায়ী যেকোনো বৈধ পেশা গ্রহণ ও পরিবর্তন করতে পারে। কারণ আইনসংগত যেকোনো পেশা গ্রহণ করে বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। কর্মের অধিকার ভোগের মাধ্যমেই মানুষ জীবিকা অর্জন করে। সুতরাং জীবিকা অর্জনে যারা উপযুক্ত যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও কাজ না পায়, রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে তাদেরকে বেকার ভাতা প্রদান করা উচিত। শুধু নাগরিকের কর্মসংস্থান হলেই চলবে না। নাগরিক যাতে কর্মসংস্থান থেকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ করতে পারে, রাষ্ট্রকে সে ব্যবস্থা করতে হবে। সুতরাং বৈধ কর্মে নিযুক্ত হয়ে জীবনধারণ উপযোগী পারিশ্রমিক পাওয়া নাগরিকের অন্যতম অর্থনৈতিক অধিকার। কোনো কারণে নাগরিকের কর্মশক্তির হানি ঘটলে রাষ্ট্র ওই ব্যক্তিকে প্রতিপালন করবে। নাগরিকের এরূপ অধিকার থাকলে নিশ্চিন্তভাবে জীবনযাপন করা সম্ভব।

প্রত্যেক নাগরিক অবকাশ যাপনের অধিকার ভোগ করবে। এ অধিকার ভোগের মাধ্যমেই নাগরিক পুনরায় নতুন উদ্দীপনায় কর্মে নিযুক্ত হতে পারে। সুতরাং নাগরিকের জন্য রাষ্ট্রকে অবকাশ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন : আমাদের বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারীগণ কয়েক বছর পর পর ভাতাসহ অবকাশ যাপন করে। শ্রমিকদের দাবি-দাওয়া পূরণের জন্য নাগরিকগণ শ্রমিক সংঘ গঠন করতে পারবে। কর্মচারীদের অর্থনৈতিক স্বার্থকে সংরক্ষণ করতে এ অধিকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকের ডা. করিম পেশা গ্রহণ করার জন্য অর্থনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে এরূপ আরও কিছু অধিকার ভোগ করতে পারবেন।

**প্রশ্ন ▶ ২৬** করিম একজন দরিদ্র মানুষ। তিনি ধর্মের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপনের চেষ্টা করেন। নির্বাচনের সময় অত্যন্ত সততার সাথে যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেন। তিনি মনে করেন, যোগ্য ব্যক্তি জনকল্যাণমূলক কাজ করবেন। *[আবদুল কাদির মোল্লা সিটি কলেজ, নরসিংদী | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. আইন কী? ১

খ. মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের করিম কোন অধিকার ভোগ করেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'অধিকার কর্তব্য নির্দেশ করে' উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

**২৬ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আইন বলতে সমাজস্বীকৃত এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বাহ্যিক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ** মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সভ্য সমাজে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জীবন ধারণ করা, ন্যায়বিচার পাওয়া, অবাধ ও মুক্ত চিন্তা, মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার ইত্যাদি মানবাধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকারগুলো এক ধরনের হয়ে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই করা যেতে পারে।

**গ** উদ্দীপকের করিম সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন।

সামাজিক অধিকার বলতে সেসব অধিকারকে বোঝায় যেগুলো সভ্য জীবনযাপন, জীবন সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য একান্ত অপরিহার্য। যেমন- জীবনধারণের অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, ধর্মচর্চার অধিকার প্রভৃতি। অপরদিকে, রাজনৈতিক অধিকার হলো সেসব অধিকার যেগুলোর মাধ্যমে নাগরিকরা রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। যেমন- ভোট প্রদানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, করিম ধর্মের বিধান অনুযায়ী জীবনযাপন করেন, যা তার সামাজিক অধিকারকে নির্দেশ করে। কেননা ধর্মচর্চার অধিকার সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া তিনি নির্বাচনের সময় যোগ্য প্রার্থীকে ভোট দেন, যা তার রাজনৈতিক অধিকারকে নির্দেশ করে। কারণ ভোটদান রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পরস্পর পৃথক নয়, বরং একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের করিম সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করেন।

**ঘ** 'অধিকার কর্তব্য নির্দেশ করে— উক্তিটি যথার্থ।

অধিকার ভোগ করলে কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- ভোটদান নাগরিকের অধিকার, ভোটাধিকার প্রয়োগ নাগরিকের কর্তব্য। একটি ভোগ করলে অন্যটি পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্য নির্দেশ করে। যেমন- আমার পথ চলার অধিকার আছে-এর অর্থ আমি পথ চলব এবং অন্যজনকেও পথ চলতে দেব। আবার, আমি যখন পথ চলব অন্যজনও আমাকে পথ চলার সুযোগ করে দেবে। আমরা রাষ্ট্র প্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করি। তার বিনিময়ে আমাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন- রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই আমরা রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করি। সমাজের সদস্য হিসেবে আমরা শিক্ষা লাভের অধিকার ভোগ করি এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করি। শিক্ষা লাভ আমাদের অধিকার, অর্জিত শিক্ষা প্রয়োগ করা কর্তব্য।

মূলত অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, অধিকার কর্তব্য নির্দেশ করে।

**প্রশ্ন ▶ ২৭** রফিক স্টুডেন্ট ভিসায় জাপানে গেছে। সে সেখানে নিজ দেশের ন্যায় সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পায় না। কিছুদিন আগে সে ছুটি কাটাতে দেশে এসেছে। তার গ্রামে ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন হচ্ছে। সে এখানে ভোট দিতে পারবে। সে তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে খুবই সচেতন। রফিক জানে যে, একজন নাগরিককে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়। *[টিংগী সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. অধিকার বলতে কী বোঝ? ১

খ. মৌলিক অধিকার কাকে বলে? ২

গ. একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি রফিকের কর্তব্য কী কী হওয়া উচিত বলে মনে করো? ৩

ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত একজন নাগরিককে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়— রফিকের এ অনুভূতির মূল্যায়ন করো। ৪

**২৭ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

**খ** মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার যা রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য থাকে।

মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তার অধিকার ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার হুকুম দিতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

**গ** একজন নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি রফিকের সব ধরনের কর্তব্য পালন করা উচিৎ বলে আমি মনে করি।

একজন নাগরিক সর্বপ্রথম যে কর্তব্যটি পালন করবে সেটি হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের প্রতি অনুগত হওয়া এবং রাষ্ট্রের আদেশ-নিষেধ মেন চলা। রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেন চলা প্রত্যেক নাগরিকের

Teachingbd24.com

পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। আইন শুধু নিজে মানলেই চলবে না, সকলে যাতে আইন মেনে চলে সে দিকে লক্ষ রাখতে হবে। রাষ্ট্র পরিচালনা ও নাগরিকের অধিকার এবং স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার হয়। সরকার নাগরিকদের ওপর কর ধার্য করে এই অর্থের বিরাট অংশ সংগ্রহ করে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর নিয়মিতভাবে ও যথাসময়ে পরিশোধ করা। সততার সাথে ভোটদান করা নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্য। সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের দ্বারা সরকার গঠিত হলে জনগণের সার্বিক কল্যাণ হবে। প্রত্যেক নাগরিকের নিজে শিক্ষা অর্জন করা এবং সন্তানদের শিক্ষা প্রদান করা একান্ত কর্তব্য। কেননা, শিক্ষিত নাগরিক তার অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন থাকে। রাষ্ট্রের সেবা করা প্রত্যেক নাগরিকের আবশ্যিক কর্তব্য। রাষ্ট্রের অধীনে চাকরি গ্রহণ করে রাষ্ট্রের প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সেবা করে নাগরিক তার কর্তব্য পালন করবে। প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য সংবিধান মান্য করা। সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক বিধি-বিধানের সমষ্টি যা একটি দেশের সর্বোচ্চ আইন। সমাজকে সুন্দর ও উন্নত করে গড়ে তোলার জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতা বজায় রাখা নাগরিকের কর্তব্য।
উদ্দীপকে দেখা যায়, রফিক দেশে ফিরে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে। তাই তার যেমন রাষ্ট্রের প্রতি অধিকার রয়েছে। তেমনি উপরিউক্ত কর্তব্যগুলোও পালন করা উচিৎ।

**ঘ** উদ্দীপকে বর্ণিত "একজন নাগরিকের অধিকার ভোগের পাশাপাশি কিছু কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করতে হয়।"— রফিকের এই অনুভূতিটি যথার্থ।
অধিকার ও কর্তব্যের ধারণা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। অধিকারের কথা উচ্চারণের সাথে সাথে কর্তব্যের বিষয়টিও স্বাভাবিকভাবে উচ্চারিত হয়। রাষ্ট্রের নিকট থেকে অথবা কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট থেকে অধিকার পাওয়ার বিনিময়ে কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। আবার এমনও নয় যে, অধিকার পাওয়ার জন্য কর্তব্য পালন করতে হয়। বিষয়টি হলো অধিকার পাওয়ার জন্য যে পথ দিয়ে যেতে হয় সেই পথ হলো কর্তব্যের পথ।
রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে, অনুরূপ রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। কর্তব্য পালন ব্যতীত শুধু অধিকার ভোগ করা প্রত্যাশিত নয়। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই নাগরিক অধিকার উপভোগ করা যায়। আর রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। তাই বলা যায় অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। নাগরিকরা রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। তার বিনিময়ে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন— রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করা যায়। সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষালাভের অধিকার এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করা নাগরিকের কর্তব্য।
উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য সমাজবোধ থেকে উৎপত্তি লাভ করে। তাই অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে রফিকের অনুভূতি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ২৮** 'ক' ও 'খ' পাশাপাশি দুটি রাষ্ট্র। সম্প্রতি 'খ' দেশের একটি গোষ্ঠী ও সেনাবাহিনী সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করেছে। উক্ত সম্প্রদায়ের লোকেরা আত্মরক্ষার্থে 'ক' দেশে আশ্রয়ের জন্য আসলে মানবিক কারণে তাদের আশ্রয় দেয়। তারা এখন কোনো দেশের নাগরিক নয়।

*[বি এ এফ শাহীন কলেজ, কুর্মিটোলা; ঢাকা ▮ প্রশ্ন নং ৫]*

ক. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কবে পালিত হয়? ১
খ. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে দুটি পার্থক্য লিখ। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত রোহিঙ্গা সম্প্রদায়কে কোন কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. 'রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের উপর 'খ' রাষ্ট্রের আচরণ মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন'— বিশ্লেষণ করো। ৪

### ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস পালিত হয়।

**খ** মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। এগুলোর মধ্যে দুটি পার্থক্য হলো—
মৌলিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান। অপরদিকে, মানবাধিকারের উৎস হলো জাতিসংঘ। এছাড়া মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে। কিন্তু মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার তথা মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত।
সুস্থ ও সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য একজন মানুষের যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রয়োজন তাই মানবাধিকার। আর নাগরিক হিসেবে যেসব অধিকার ছাড়া ব্যক্তি সুষ্ঠুভাবে সামাজিক জীবন-যাপন করতে পারে না সেগুলোকে সামাজিক অধিকার বলা হয়। এ অধিকার মানুষের জীবন রক্ষা ও নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য। স্বাধীনভাবে জীবনধারণ, মত প্রকাশের স্বাধীনতা, যথাযথ শিক্ষা লাভ, আইনের চোখে সমানাধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকার। আবার রাষ্ট্রীয় কাজে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণের জন্য নাগরিকরা যে সব অধিকার লাভ করে তা রাজনৈতিক অধিকার। এ অধিকার ভোগের মাধ্যমেই একজন ব্যক্তি রাষ্ট্রের উপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে পারে। ভোট দান, নির্বাচন করা, সরকারের গঠনমূলক সমালোচনা করা, সরকারি চাকরি লাভ প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকার হলো অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্ত হয়ে একজন ব্যক্তির অর্থনৈতিক জীবনের নিরাপত্তা লাভ। কর্মের অধিকার, ন্যায্য মজুরি লাভ, অবকাশ লাভ প্রভৃতি এধরনের অধিকার।
উদ্দীপকে দেখা যাচ্ছে 'খ' দেশের একটি গোষ্ঠী ও সংস্থা সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক অত্যাচার ও নির্যাতন করছে। ফলে তাদের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অধিকার; সর্বোপরি মানবাধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।

**ঘ** সৃজনশীল ৯ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ২৯** একটি কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিতে গিয়ে উক্ত কলেজের শিক্ষক জনাব হামিদুল ইসলাম বলেন, তোমরা রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ। তোমরা যেমন রাষ্ট্রের কাছে অনেক কিছু আশা কর তেমনি রাষ্ট্রও তোমাদের কাছে আশা করে। অনেক সময় আমাদেরকে আমাদের দেশের জন্য, সমাজের জন্য অনেক কাজ করতে হয়। তবে কোনো কাজই যেন অন্যের অধিকার নষ্ট না করে। তিনি সবশেষে বলেন, মানুষের কিছু অবশ্য করণীয় কর্তব্য আছে।

*[নটর ডেম কলেজ, ময়মনসিংহ ▮ প্রশ্ন নং ১]*

ক. মানবাধিকার কী? ১
খ. "অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর পরিপূরক'- ব্যাখ্যা করো। ২
গ. উদ্দীপকে কলেজের ছাত্রদের অনুষ্ঠানে শিক্ষক যে ধারণার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. শিক্ষক হামিদুল ইসলামের সর্বশেষ উক্তিটি ব্যাখ্যা করো। ৪

### ২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

**খ** অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।
রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে হলে নাগরিককে কতগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্যকে বোঝায়। প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকার এক একটি নাগরিক কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ভোটদান হলো অধিকার এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ হচ্ছে কর্তব্য। অর্থাৎ কর্তব্য পালনের মধ্যেই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা নিহিত। অতএব বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক।

Teachingbd24.com

**গ** উদ্দীপকে কলেজের ছাত্রদের অনুষ্ঠানে শিক্ষক জনাব হামিদুল ইসলাম নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য ধারণার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

অধিকার হলো সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে। আর রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে। অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক। রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগ করতে হলে নাগরিককে কতগুলো কর্তব্য পালন করতে হয়। একজনের অধিকার বলতে অন্যজনের কর্তব্যকে বোঝায়। প্রত্যেকটি নাগরিক অধিকার এক একটি নাগরিক কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমে অধিকার সুনিশ্চিত হয়। উদাহারণস্বরূপ বলা যায়, ভোটদান হলো অধিকার এবং ভোটাধিকার প্রয়োগ হচ্ছে কর্তব্য। অর্থাৎ কর্তব্য পালনের মধ্যেই অধিকার ভোগের নিশ্চয়তা নিহিত।

উদ্দীপকের শিক্ষক কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানে বলেন, রাষ্ট্রের কাছে ছাত্ররা যেমন অনেক কিছু আশা করে তেমনি রাষ্ট্রও তাদের কাছে আশা করে। অনেক সময় আমাদেরকে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য অনেক কাজ করতে হয়। উদ্দীপকে শিক্ষকের বক্তব্যে রাষ্ট্রকর্তৃক প্রদত্ত ছাত্রদের অধিকার এবং রাষ্ট্রের প্রতি ছাত্রদের করণীয় বা কর্তব্যকে নির্দেশে করে। অর্থাৎ শিক্ষক তার বক্তব্যে নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য বিষয়ক ধারণার প্রতি ইঙ্গিত প্রদান করেছেন।

**ঘ** শিক্ষক জনাব হামিদুল ইসলামের সর্বশেষ উক্তিটি হলো 'মানুষের কিছু অবশ্য করণীয় কর্তব্য আছে।' উক্তিটি যথার্থ।

অধিকার ভোগের বিনিময়ে রাষ্ট্রের কল্যাণে নাগরিকদের যে সকল দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে। নাগরিক কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন শান্তিপূর্ণ ও গৌরবময় হয়। রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক যেমন কতগুলো সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে, তেমনি রাষ্ট্রের প্রতি তাদেরকে কিছু কর্তব্যও পালন করতে হয়। এসব কর্তব্য পালনের মাধ্যমে আমরা সমাজ ও রাষ্ট্রকে সুন্দরভাবে গড়ে তুলতে পারি। আবার একজনের অধিকার বলতে অন্যের কর্তব্য পালনকে বোঝায়। যেমন- শিক্ষা ব্যক্তির অধিকার, আর সন্তানকে শিক্ষিত করা তার কর্তব্য।

নাগরিকরা অধিকার ভোগের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে থাকে। কেউ যদি অধিকার ভোগ করতে চায় তবে তাকে কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই তা করতে হবে। শুধু অধিকার ভোগ করে কর্তব্য পালন না করে তা হবে স্বেচ্ছাচারিতার নামান্তর। নাগরিক সমাজ ও রাষ্ট্রের নানাবিধ কল্যাণের অংশীদার। রাষ্ট্রের সংবিধান মান্য করা, নিয়মিত কর প্রদান, জাতীয় সম্পদ রক্ষা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ, যোগ্য প্রার্থীকে ভোট প্রদান ইত্যাদি প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। রাষ্ট্রস্বীকৃত অধিকারগুলো ভোগ করার কারণে নাগরিকরা এসব কর্তব্য পালন করে থাকে।

উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, রাষ্ট্রের কাছ থেকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি নাগরিকদের রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কর্তব্য পালন করতে হয়। অর্থাৎ উদ্দীপকের শিক্ষক হামিদুল ইসলামের সর্বশেষ উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶৩০** জনাব করিম একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি। দেশে তার প্রতিটি শিল্প কারখানায় শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রয়েছে। তিনি প্রতিবছর নিয়মিত কর প্রদান করেন। কিন্তু তার বন্ধু সাকিব বড় ব্যবসায়ী হলেও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ না করে কলকারখানা পরিচালনা করেন এবং নিজের আয় গোপন করে কর ফাকি দেন।

*[নীলফামারী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. মানবাধিকার কি? ১

খ. দুটি রাজনৈতিক অধিকারের নাম লিখ? ২

গ. জনাব করিমের কর্তব্যের ধরণ ব্যাখ্যা কর? ৩

ঘ. জনাব সাকিবের কর্মকাণ্ড কি উন্নয়নের অন্তরায়? বিশ্লেষণ কর? ৪

**৩০ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মানবাধিকার বলতে সেসব অধিকারকে বুঝায়, যা মানুষের প্রকৃতির সাথে জড়িত এবং যা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারেনা।

**খ** যেসব অধিকার একজন নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

রাজনৈতিক অধিকার সংবিধান অথবা আইনের মাধ্যমে স্বীকৃত থাকে। এ অধিকার ভোগের মাধ্যমে মানুষ নিজেকে রাষ্টের উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এবং রাষ্ট্রীয় কাজে ভূমিকা রাখতে পারে। দুটি রাজনৈতিক অধিকারের নাম হলো— ১. ভোটদান করা ২. নির্বাচিত হওয়া।

**গ** জনাব করিম রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করেছেন।

রাষ্ট্রের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিয়োগ কাজে নাগরিকের অংশগ্রহণ করাকে অর্থনৈতিক কর্তব্য বলে। যেমন: নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান, জাতীয় সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ, রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং কৃষি, শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত কাজে অংশগ্রহণ ইত্যাদি নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্য। আধুনিক রাষ্ট্রগুলো কল্যাণমূলক। নাগরিক কল্যাণের জন্য রাষ্ট্র বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে। এ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ভার মেটানোর মূল উৎস হলো নাগরিক প্রদত্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর। তাই রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের উচিত নিয়মিত সঠিকভাবে কর প্রদান করা। তাছাড়া রাষ্ট্র বিশেষ প্রয়োজনেও নাগরিকদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য কামনা করতে পারে। রাষ্ট্রের এ ধরনের ডাকে সাড়া দেওয়া নাগরিকের কর্তব্য। যেমন- ঘূর্ণিঝড় সিডর-পরবর্তী পুনর্বাসনের জন্য এবং সাভারের পোশাক শিল্প কারখানা ভবন রানা প্লাজা ধ্বসের পর ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পুনর্বাসনের জন্য রাষ্ট্র সামর্থ্যবান নাগরিকদের কাছে অর্থ সাহায্য কামনা করেছিল।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, জনাব করিম তার প্রতিটি শিল্প কারখানায় শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ ও নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা রেখেছেন। তিনি প্রতিবছর সঠিকভাবে কর প্রদান করেন। সুতরাং বলা যায়, জনাব করিম মূলত নাগরিক হিসেবে রাষ্ট্রের প্রতি তার অর্থনৈতিক কর্তব্যই পালন করেছেন।

**ঘ** জনাব সাকিব এর কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্তরায়।

প্রত্যেক নাগরিককে রাষ্ট্র থেকে অধিকার ভোগের সাথে সাথে কতগুলো দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়। অধিকার ভোগ ও কর্তব্য পালনের মধ্য দিয়েই নাগরিক জীবন পূর্ণতা পায়। নাগরিকদের যেমন তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, তেমনি দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনেও আগ্রহ থাকতে হবে। রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য হলো নিয়মিত কর প্রদান করা। এটি নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্য। বিপুল পরিমাণ রাষ্ট্রীয় কাজ সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। রাষ্ট্র নাগরিকদের ওপর নানারকম কর আরোপসহ বিভিন্ন উপায়ে এ অর্থ সংগ্রহ করে থাকে। এজন্য নাগরিকদের উচিত নিয়মিত কর প্রদান করা। তারা স্বেচ্ছায় ঠিকমত কর না দিলে রাষ্ট্রের কাজ বাস্তবায়ন ব্যাহত হয়। আর নিয়মিত কর প্রদান না করলে রাষ্ট্রের উন্নয়ন বা অগ্রযাত্রা থেমে যায়।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব সাকিব বড় ব্যবসায়ী হলেও শ্রমিক স্বার্থ সংরক্ষণ করেন না এবং নিজের আয় গোপন করে কর ফাঁকি দেন। তিনি মূলত রাষ্ট্রের প্রতি তার অর্থনৈতিক কর্তব্য পালন করছেন না। জনাব সাকিবের এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাষ্ট্রের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করবে।

**প্রশ্ন ▶৩১** নাহিদ এইচএসসি পাস করে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে ইচ্ছুক। তার বাবা তাকে তার উচ্চতর শ্রেণিতে ভর্তি করাতে বিশেষ একটি কলেজে নিয়ে গেছেন। সেখানে তিনি ভর্তি কার্যক্রম সম্পর্কে নানা জনকে জিজ্ঞেস করার পরেও সঠিক তথ্য না পেয়ে কিছুটা বিভ্রান্ত ও মনোক্ষুণ্ন হন। অতঃপর তিনি কলেজের অধ্যক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করে জানতে পারেন, কলেজে কর্মরত তথ্য কর্মকর্তা তাকে এ ব্যাপারে সহায়তা করতে পারবেন। এ ছাড়াও তিনি লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলে নির্দিষ্ট কোন বিষয় জানতে চেয়ে আবেদন করতে পারবেন। সাম্প্রতিক কালে সরকার এ বিষয়ে একটি আইন প্রণয়ন করেছেন।

*[ঈশ্বরদী মহিলা কলেজ, পাবনা | প্রশ্ন নং ৪]*

https://teachingbd24.com

ক. অধিকার কী? ১
খ. তথ্য অধিকার আইন বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে কোন নাগরিক অধিকারের ইঙ্গিত রয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত আইন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে— উক্তিটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**৩১ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

**খ** বাংলাদেশ সরকার তথ্যের অবাধ প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল যে আইন পাস করে তাই তথ্য অধিকার আইন।

তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার। রাষ্ট্রের বিধানাবলি মান্য করা সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে। এর আওতায় আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কর্মসূচি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদি তথ্য হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার মতো বিশেষ ব্যতিক্রম ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকেরই তথ্য জানার এবং জানানোর অধিকার রয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে নাগরিকের আইনগত অধিকারের ইঙ্গিত রয়েছে।

রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলে। আইনগত অধিকারের পেছনে থাকে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি। এ আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। জনগণের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ন্যহিদকে কলেজে ভর্তি করাতে তার বাবা নিয়ে গেলে তিনি নানা জনকে জিজ্ঞেস করে সঠিক তথ্য না পেয়ে বিভ্রান্ত হন। পরে তিনি জানতে পারেন তথ্য কর্মকর্তা তাকে সহায়তা করবেন এবং তিনি ই-মেইলের মাধ্যমেও আবেদন করতে পারেন। এটি দ্বারা তথ্য প্রাপ্তির অধিকারকে বোঝায়। তথ্য অধিকার নাগরিকের অন্যতম রাজনৈতিক অধিকার। এটি আন্তর্জাতিকভাবেও স্বীকৃত। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রে তথ্য প্রাপ্তির অধিকার সংরক্ষিত, যা আন্তর্জাতিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক চুক্তিপত্রে একটি আইনগত অধিকার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশ্বের বহু দেশে আইনের মাধ্যমে মানুষের এ অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশেও এ সংক্রান্ত আইন করা হয়েছে। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে নাগরিকের আইনগত অধিকারের ইঙ্গিত রয়েছে।

**ঘ** "উদ্দীপকে উল্লিখিত আইন অর্থাৎ তথ্য অধিকার আইন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে"— উক্তিটি যথার্থ।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে। ২০০৯ সালের ৬ এপ্রিল যা গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এর অন্যতম উদ্দেশ্য হলো সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতা ও জবাবাদিহিতা বৃদ্ধি করা। এ আইন অনুযায়ী প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে।

তথ্য অধিকার আইনের ফলে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সেবা পেতে নাগরিকদের হয়রানি হওয়ার ঘটনা হ্রাস পাচ্ছে। এ আইন নাগরিকের ক্ষমতায়নের সাথে জড়িত। তথ্যের অবাধ প্রবাহ সৃষ্টি হলে জনগণের ক্ষমতায়নের পথটি প্রশস্ত হয়। ফলে জনগণ তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়। যার ফলে রাষ্ট্র এবং এর সংগঠন, রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব, প্রশাসন ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীলতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হয়। তথ্য অধিকার আইনের দ্বারা এটি নিশ্চিত হয় যে তথ্য জনগণের, সরকারের নয়। তাই তথ্য প্রাপ্তির অধিকার জনগণের রয়েছে। জনগণ যেকোনো সময় যেকোনো তথ্য পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকে। ফলে কোনোরকম অস্বচ্ছতা বা দুর্নীতির পরিস্থিতি তৈরি হয় না।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বলা যায়, তথ্য অধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হলে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ সঠিকভাবে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকে। তাই বলা যায়, "তথ্য অধিকার আইন স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করে"— উক্তিটি যথার্থ।

**প্রশ্ন ▶ ৩২** পৌরনীতি হচ্ছে নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকের আচার-আচরণ, অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পৌরনীতিতে গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করা হয়। রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে প্রত্যেক নাগরিক কতগুলো অধিকার ভোগ করে থাকে। অধিকার সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত। রাষ্ট্র প্রদত্ত এসব অধিকার ভোগের সাথে প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

*[পুলিশ লাইন্স স্কুল অ্যান্ড কলেজ, বগুড়া। প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অধিকার কী? ১
খ. অধিকার কত প্রকার ও কী কী? ২
গ. নাগরিকগণ সাধারণত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে কী কী অধিকার ভোগ করে থাকে? ৩
ঘ. অধিকার ভোগের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়— ব্যাখ্যা কর। ৪

**৩২ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

**খ** অধিকার প্রধানত দুই প্রকার। যথা- ১. নৈতিক অধিকার ও ২. আইনগত অধিকার।

আইনগত অধিকারকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো— (ক) সামাজিক অধিকার (খ) অর্থনৈতিক অধিকার ও (গ) রাজনৈতিক অধিকার। এছাড়া নাগরিকের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিক অধিকার রয়েছে।

**গ** নাগরিকগণ সাধারণত রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে নৈতিক ও আইনগত অধিকার ভোগ করে থাকে।

মানুষের বিবেক, বিচার-বুদ্ধি ও ন্যায়বোধ থেকে নৈতিক অধিকারের জন্ম। নৈতিকতার সাথে নৈতিক অধিকার সম্পৃক্ত। বিপদাপন্ন লোক তার প্রতিবেশীর সহযোগিতা চাওয়া; দুঃখী মানুষ অন্যের সাহায্য-সহযোগিতা পাওয়া; বৃদ্ধ, অসুস্থ মানুষ অন্য মানুষের সহযোগিতা চাওয়া প্রভৃতি মানুষের নৈতিক অধিকার। নৈতিক অধিকার ভঙ্গ করলে কোনো শাস্তির মুখোমুখি না হলেও সামাজিক নিন্দা সহ্য করতে হয়। ধর্ম, মানবতাবোধ, ন্যায়বোধ নৈতিক অধিকারের উৎস।

রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও বলবৎকৃত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়। ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য প্রায় সকল দেশেই এ ধরনের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আইনগত অধিকারসমূহ ভঙ্গ করলে শাস্তির বিধান রয়েছে। মানুষের চলাফেরার অধিকার, শিক্ষা লাভের অধিকার প্রভৃতি আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকার আবার তিন রকমের রয়েছে। যথা— সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। এছাড়া নাগরিকের সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিক অধিকারও রয়েছে।

**ঘ** অধিকার ভোগের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়— কথাটি যথার্থ।

অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক। অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। অধিকার ভোগের জন্য যেসব কাজ সম্পাদন করতে হয় তাই কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। যেমন— ভোটদানের অধিকার বলতে ভোটাধিকার প্রয়োগের দায়িত্বকে বোঝায়। আমার বেঁচে থাকার অধিকার আছে।

https://teachingbd24.com

তেমনি আমার কর্তব্য হলো অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা। অনুরূপভাবে অধিকার ভোগ করতে হলে আমার কিছু কর্তব্য পালন করতে হবে। যেমন— আমার সম্পত্তি ভোগের অধিকার আছে। সুতরাং অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ বা অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগের অধিকারে বাধা না দেওয়াও আমার কর্তব্য।

রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার রক্ষা করে। এজন্য নাগরিকগণও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করে। নাগরিকের যা অধিকার, রাষ্ট্রের তা কর্তব্য। রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার উপভোগের নিশ্চয়তা দেয়। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য নাগরিককে এগিয়ে আসতে হয়। সমাজ থেকে আমরা যেমন অধিকার পাই, তেমনি সমাজের কল্যাণের জন্য আমরা কর্তব্য পালন করি। যেমন— সমাজ যদি কাউকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয়, বিনিময়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা সে অন্যকে শিক্ষাদান এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কর্তব্য পালন করে থাকে।

ওপরের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়, অধিকার ভোগের সাথে সাথে প্রত্যেক নাগরিককে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হয়।

**প্রশ্ন ▶ ৩৩** জনাব আলম বাংলাদেশের একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তিনি একটি দলের নেতৃত্বে কাজ করেন কিন্তু বর্তমানে রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে এদেশে বাস করা নিরাপদ মনে না করায় কানাডায় রাজনৈতিকভাবে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করেন।

*[ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ, লালমনিরহাট ▮ প্রশ্ন নং ৬]*

ক. কর্তব্য কী? ১

খ. রাজনৈতিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকের জনাব আলম কোন অধিকার বলে কানাডায় বসবাস করছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উক্ত অধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের তুলনামূলক আলোচনা করো। ৪

### ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আইন দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই কর্তব্য।

**খ** রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বা শাসক নির্বাচনের অংশ হিসেবে জনগণ যেসব অধিকার ভোগ করে তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। যেমন- ভোট প্রদানের অধিকার, নির্বাচনের প্রার্থী হওয়ার অধিকার, রাজনৈতিক সংগঠন গড়ার অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার ইত্যাদি। বাংলাদেশ সংবিধানে নাগরিকদের রাজনৈতিক অধিকার সংরক্ষিত করা হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকের জনাব আলম মানবাধিকার বলে কানাডায় বসবাস করছে।

মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তি যে অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা লাভ করে তাই মানবাধিকার। যেকোনো ধরনের জুলুম, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের ঘোষণা ও স্বীকৃতি প্রদান করে। জাতিসংঘের এ ঘোষণাপত্রে একটি প্রস্তাবনা ও ৩০টি ধারা রয়েছে। জাতিসংঘ ঘোষিত ৩০টি ধারার মধ্যে ১৪তম ধারায় বলা হয়েছে, রাজনৈতিক কারণে উৎপীড়নের জন্য স্বদেশ ছেড়ে অপর কোনো দেশে আশ্রয় লাভের অধিকার সকল ব্যক্তির থাকবে।

উদ্দীপকের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব জনাব আলম বাংলাদেশে বসবাস করা তার জন্য নিরাপদ মনে না করায় রাজনৈতিকভাবে কানাডায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি সেখানে সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করেন। এই বিষয়টি মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ১৪তম ধারার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। তাই বলা যায়, জনাব আলম মানবাধিকার বলে কানাডায় বসবাস করছে।

**ঘ** উক্ত অধিকার অর্থাৎ, মানবাধিকারের সাথে মৌলিক অধিকারের তুলনামূলক কিছু পার্থক্য লক্ষণীয়।

মানবাধিকার বলতে বিশ্বের নাগরিক হিসেবে নাগরিকগণ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যে সকল অধিকার ভোগ করে সেগুলোকে বোঝায়। আর মৌলিক অধিকার বলতে সেই সকল অধিকারকে বোঝায় যা সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য। মানবাধিকারের উৎস হলো আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ। অপরদিকে, মৌলিক অধিকারের উৎস হলো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সংবিধান। মানবাধিকারের রক্ষক হলো জাতিসংঘ। আর মৌলিক অধিকারের রক্ষক রাষ্ট্র এবং সংবিধান। মানবাধিকারের পরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। আর মৌলিক অধিকারের পরিধি নিজ রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ। মৌলিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র একই ধরনের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং তা রক্ষা করতে বাধ্য। আর এক রাষ্ট্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ভিন্নতর হতে পারে। মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার। আর মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় বা স্থানীয় অধিকার। মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে। কিন্তু মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে। মানবাধিকার কার্যকর করা সহজ নয়। পক্ষান্তরে মৌলিক অধিকার অনেকটা সহজে কার্যকর করা যায়।

মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রে নিরাপত্তা বোধ না করলে মানবাধিকার বলে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। যেমনটি উদ্দীপকে বর্ণিত রাজনীতিবিদ জনাব আলমের ক্ষেত্রে লক্ষ করা যায়। কিন্তু মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে সে সুযোগ প্রদান করে না।

পরিশেষে বলা যায়, মানবাধিকার ও মৌলিক অধিকারের মধ্যে প্রকৃতিগত কিছু পার্থক্য লক্ষ করা গেলেও উভয়েরই উদ্দেশ্য ব্যক্তির কল্যাণ সাধন করা।

**প্রশ্ন ▶ ৩৪** সুমনা বাংলাদেশের নাগরিক। রাষ্ট্র তাকে আইনের আশ্রয় লাভের অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতাসহ ১৮টি মৌলিক অধিকার ভোগ করার সুযোগ দেয়। এছাড়া সরকার তথ্য অধিকার আইনের মাধ্যমে তাকে অবাধ তথ্য পাওয়ার নিশ্চয়তা দিয়েছে। তথাপি, সে রাষ্ট্রের প্রতি তার করণীয় সম্পর্কে অসচেতন। সে নির্বাচনে ভোটদান করে না এর নিয়মিত কর প্রদান করে না। *[দিনাজপুর সরকারি মহিলা কলেজ ▮ প্রশ্ন নং ১১]*

ক. বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন কখন প্রণীত হয়? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত তথ্য অধিকার আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ আলোচনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমনার বর্জনীয় কাজ দুটি কোন ধরনের কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করো। ৪

### ৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন প্রণীত হয় ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল।

**খ** মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার যা রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য থাকে।

মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তার অধিকার ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়ার হুকুম দিতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

**গ** উদ্দীপকে তথ্য অধিকার আইনের কথা বলা হয়েছে।

তথ্যের অবাধ প্রবাহ ও জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ৫ এপ্রিল, ২০০৯ সালে তথ্য অধিকার আইন প্রণয়ন করে, যা ৬ এপ্রিল গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ হলো—

Teachingbd24.com

এ আইনের ৩ ধারা অনুযায়ী প্রচলিত অন্য কোনো আইনের তথ্য প্রদান-সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলি দ্বারা ক্ষুণ্ন হবে না; এবং তথ্য প্রদানে বাধা সংক্রান্ত বিধানাবলি এই আইনের বিধানাবলির সাথে সাংঘর্ষিক হলে, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাবে।

এই আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী- আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে প্রত্যেক নাগরিকের তথ্য লাভের অধিকার থাকবে এবং কোনো নাগরিকের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে তথ্য সরবরাহ করতে বাধ্য থাকবে। ৮ ধারা অনুযায়ী (১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীনে তথ্যপ্রাপ্তির জন্য সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট লিখিতভাবে বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে বা ই-মেইলে অনুরোধ করতে পারেন।

এই আইনের ১১ নং ধারার (২) অনুযায়ী তথ্য কমিশন নামে একটি সংবিধিবদ্ধ ও স্থানীয় সংস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে, যার প্রধান কার্যালয় ঢাকায় স্থাপন করা হয়েছে। কমিশন প্রয়োজনে বাংলাদেশের যেকোনো স্থানে এর শাখা কার্যালয় স্থাপন করতে পারবে। তথ্য অধিকার আইনের ১২ নং ধারা অনুযায়ী (১) প্রধান তথ্য কমিশনার এবং দুজন কমিশনারের সমন্বয়ে তথ্য কমিশন গঠিত হবে; যাদের মধ্যে অন্যূন একজন মহিলা হবেন। (২) প্রধান তথ্য কমিশনার তথ্য কমিশনের প্রধান নির্বাহী হবেন।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমনার বর্জনীয় কাজ দুটি আইনগত কর্তব্যের আওতাধীন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

নাগরিকদের কর্তব্যকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-নৈতিক ও আইনগত কর্তব্য। রাষ্ট্রীয় আইন দ্বারা গৃহীত বা স্বীকৃত নাগরিকের উপর আরোপিত কর্তব্যই হচ্ছে আইনগত কর্তব্য। আইনগত কর্তব্য পালন করতে প্রতিটি নাগরিক বাধ্য। এটা পালন না করলে রাষ্ট্র নাগরিকদের শাস্তির আওতায় আনতে পারে। আইনগত কর্তব্যকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে মানুষের রয়েছে বেশকিছু রাজনৈতিক কর্তব্য। এগুলো হলো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা, রাষ্ট্র প্রণীত আইন মেনে চলা, সততা ও সতর্কতার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ করা, স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসা প্রভৃতি। উদ্দীপকে উল্লিখিত সুমনা নির্বাচনে ভোটদানে অংশগ্রহণ করে না। অর্থাৎ সুমনা রাজনৈতিক কর্তব্য বর্জন করেছে, যা আইনগত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

রাষ্ট্র পরিচালনায় জনগণের অর্থনৈতিকভাবে সহযোগিতা করাই হলো অর্থনৈতিক কর্তব্য। অর্থাৎ রাষ্ট্রের উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিয়োগ কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণকে অর্থনৈতিক কর্তব্য বলা হয়। কর্মক্ষম সকল নাগরিকের রাষ্ট্রীয় উৎপাদন ও উন্নয়নে অংশগ্রহণ করা, নিয়মিত খাজনা ও কর প্রদান করা প্রভৃতি হলো একজন মানুষের অর্থনৈতিক কর্তব্য। সুমনা নিয়মিত কর প্রদান করে না। সুমনার বর্জনীয় এ অর্থনৈতিক কর্তব্য আইনগত কর্তব্যেরই অন্তর্ভুক্ত।

**প্রশ্ন ▶ ৩৫**

*[কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া সরকারি কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. মানবাধিকার দিবস কত তারিখে পালন করা হয়? ১

খ. তথ্য অধিকার বলতে কি বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকারের পার্থক্য উল্লেখ করো? ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত নৈতিক অধিকার ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রের ভূমিকা উল্লেখ করো। ৪

**৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** মানবাধিকার দিবস ১০ ডিসেম্বর পালন করা হয়।

**খ** তথ্য অধিকার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত একটি মানবাধিকার। রাষ্ট্রের বিধানাবলি মানা সাপেক্ষে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোনো বিষয়ে নাগরিকের তথ্য পাওয়ার অধিকারকে তথ্য অধিকার বলে।

আইনানুগ কোনো প্রতিষ্ঠান, সংগঠন বা কর্তৃপক্ষের গঠন, উদ্দেশ্য, কার্যাবলি, কর্মসূচি, দাপ্তরিক নথিপত্র, আর্থিক সম্পদের বিবরণ ইত্যাদিকে তথ্য বলা হয়। প্রত্যেক নাগরিকেরই তথ্য জানার এবং জানানোর অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশ সরকার ২০০৯ সালের ৫ এপ্রিল 'তথ্য অধিকার আইন, ২০০৯' পাস করে। এ আইনটি সাংবাদিক, গবেষক, মানবাধিকারকর্মী, সমাজসেবকসহ নাগরিক সমাজের উপকারে আসছে এবং কিছু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও প্রশংসা কুড়িয়েছে।

**গ** আইনগত অধিকার বলতে ব্যক্তির সেসব অধিকারকে বোঝায়, যা রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত, অনুমোদিত এবং সংরক্ষিত। আর নৈতিক অধিকার বলতে আমরা সেসব অধিকারকে বুঝি যা মানুষের বিচারবুদ্ধি ও নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে উদ্ভূত। নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে।

মানুষের নৈতিকতা বা ন্যায়বোধ থেকে যে অধিকারের জন্ম হয় তাকে নৈতিক অধিকার বলা হয়। পক্ষান্তরে, রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত অধিকারকে বলা হয় আইনগত অধিকার। আইনগত অধিকারের পেছনে রয়েছে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। নৈতিক অধিকারের পেছনে থাকে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি। আইনগত অধিকার অমান্যকারীকে রাষ্ট্রীয় আইনে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু নৈতিক অধিকার অমান্যকারীকে শাস্তির বিধান নেই। তবে সামাজিকভাবে তাকে হেয়-প্রতিপন্ন হতে হয়। সম্পত্তি, শিক্ষা ও চলাফেরার অধিকার, বাক-স্বাধীনতা প্রভৃতি আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ভিক্ষুকের ভিক্ষা পাওয়া, প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সুন্দর আচরণ পাওয়া, ছাত্রদের কাছ থেকে শিক্ষকদের শ্রদ্ধা লাভ প্রভৃতি নৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। মানুষ একে অপরের নৈতিক অধিকার স্বীকার করে মনুষ্যত্ববোধ থেকে। আর আইনগত অধিকার স্বীকার করে রাষ্ট্রের শাস্তির ভয়ে।

উপরের আলোচনা শেষে বলা যায়, ধরন, আওতা ও প্রভাবের বিবেচনায় নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত নৈতিক ও আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

নাগরিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য বহুবিধ অধিকার ভোগ করতে থাকে। নাগরিকের সুন্দর ও সভ্য জীবন যাপনের জন্য সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারসমূহ অত্যাবশ্যক। সব গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই নাগরিকের এসব অধিকারের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে এবং সুরক্ষার ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্র কর্তৃক নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণের প্রধান উপায় হচ্ছে আইন। আইনের সার্বিক প্রয়োগ অধিকারকে সুরক্ষিত করে। গণতন্ত্রের উপস্থিতি নাগরিক অধিকারের অন্যতম সুরক্ষার ব্যবস্থা। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত এ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস। তাই জনগণ নিজেরা এ ব্যবস্থায় নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারে। আইনের শাসন নাগরিক অধিকার রক্ষার অন্যতম ব্যবস্থা। এটা নিশ্চিত করা গেলে নাগরিকের অধিকার অনেকাংশে সুরক্ষিত হবে।

গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যমের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী ভূমিকা নাগরিক অধিকার রক্ষায় সহায়ক। বিচার বিভাগের স্বাধীনতাও নাগরিক অধিকার রক্ষার অন্যতম উপায়। ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা সম্ভবপর হয়। রাষ্ট্রের সংবিধানে মৌলিক অধিকার লিপিবদ্ধ থাকলে কেউ তাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসী হয় না। ফলে নাগরিকদের অধিকার সুরক্ষিত থাকে।

নাগরিক অধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র কর্তৃক উল্লিখিত উপায়সমূহ গৃহীত হয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে উল্লিখিত নৈতিক ও আইনগত অধিকার তথা নাগরিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

https://teachingbd24.com

**প্রশ্ন ▶৩৬** সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছে জেনে বিধবা আলেয়া খাতুন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে তার সন্তানের নাম জমা দিয়ে আসে। প্রায় বছর গড়িয়ে গেলেও সে তার সন্তানের নামে কোন বরাদ্দের কথা শুনতে পায়নি, সে লোকমুখে শুনেছে প্রভাবশালী কেউ বলে না দিলে সহজে তার সন্তানের নাম তালিকাভুক্ত করা যাবে না। ফলে সে ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। *[বেপজা পাবলিক স্কুল ও কলেজ, চট্টগ্রাম | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. অধিকার কী? ১

খ. মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের পার্থক্য দেখাও। ২

গ. উদ্দীপকের আলেয়া বেগম কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে তা ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. রাষ্ট্রের সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আলেয়ার মতো মায়েরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না— কথাটি বিশ্লেষণ করো। ৪

**৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযাগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

**খ** মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। মৌলিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান। অন্যদিকে, মানবাধিকারের উৎস হলো জাতিসংঘ। মৌলিক অধিকারের পরিধি নিজ রাষ্ট্রে সীমাবদ্ধ, আর মানবাধিকারের পরিধি বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনবোধ থেকে। কিন্তু মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে। মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

**গ** উদ্দীপকে আলেয়া বেগম আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

নাগরিকের অন্যতম একটি সামাজিক অধিকার হলো বৃদ্ধ ও অক্ষম অবস্থায় অর্থনৈতিক নিরাপত্তা লাভ। বৃদ্ধ ও কাজকর্ম করতে অক্ষম ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের নিকট থেকে আর্থিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার রয়েছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক রাষ্ট্রে বৃদ্ধ ও অক্ষম ব্যক্তিরা এ অধিকার ভোগ করে থাকে।

উদ্দীপকে লক্ষ করা যায়, সরকার প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতার ব্যবস্থা করেছে জেনে বিধবা আলেয়া খাতুন স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে তার সন্তানের নাম জমা দিয়ে আসে। প্রায় বছর গড়িয়ে গেলেও সে তার সন্তানের নামে কোনো বরাদ্দের কথা জানতে পারেনি। সে লোকমুখে শুনছে প্রভাবশালী কেউ বলে না দিলে সহজে তার সন্তানের নাম তালিকাভুক্ত করা যাবে না। ফলে সে ভাতা পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেহেতু বৃদ্ধ ও কাজকর্ম করতে অক্ষম ব্যক্তিদের রাষ্ট্রের নিকট থেকে আর্থিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত, আর সামাজিক অধিকার আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু বল যায়, আলেয়া বেগম আইনগত অধিকারের আওতাধীন সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

**ঘ** রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে আলেয়ার মতো মায়েরা অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না— কথাটি সঠিক।

সুশাসন হলো সরকারের স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা এবং জনগণের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে শাসনকার্য পরিচালনা। রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত হয় এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ঘটে।

সুশাসন কল্যাণমূলক রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত হিসেবে বিবেচিত। রাষ্ট্রের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুশাসনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সুশাসনের ফলে সরকারের জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠা, নাগরিকদের মধ্যে সম্পদের সুষম বণ্টন ও সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা, আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা, ন্যায়ভিত্তিক, দুর্নীতিমুক্ত সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলেই সাধারণ জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। আর তখন আলেয়ার মতো মায়েরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে না।

পরিশেষে বলা যায়, রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হলে সব নাগরিকের অধিকার সুরক্ষিত হয়। ফলে আলেয়ার মতো মায়েরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয় না। তাই রাষ্ট্রে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি।

**প্রশ্ন ▶৩৭** জনাব রহমান আফ্রিকার একটি দেশে শ্রমিকের কাজের জন্য গমন করেন। কিন্তু ঐ দেশে কোম্পানি তাকে জোরপূর্বক কাজ করায়, ন্যায্য পারিশ্রমিকও প্রদান করে না। এমনকি মানবিক আচরণও করে না। ঐ অবস্থায় তিনি সরকারের কাছে আবেদন করেন ন্যায্য মজুরি ও মানবিক আচরণ পাওয়ার জন্য। *[নোয়াখালী সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৫]*

ক. কর্তব্য কী? ১

খ. মানবাধিকার বলতে কি বোঝ? ২

গ. জনাব রহমান কোন কোন মানাবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র কী কী পদক্ষেপ নিতে পারে? ৪

**৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাই কর্তব্য।

**খ** মানুষ হিসেবে মর্যাদার সঙ্গে বাঁচতে একজন ব্যক্তির যেসব অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা প্রাপ্য তাই মানবাধিকার।

যে কোনো ধরনের নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণা বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বজুড়ে সভ্য সমাজে স্বীকৃত গুরুত্বপূর্ণ অধিকার। জীবন ধারণ করা, ন্যায়বিচার পাওয়া, অবাধ ও মুক্ত চিন্তা, মতপ্রকাশ ও প্রতিবাদের অধিকার ইত্যাদি মানবাধিকার। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল নির্বিশেষে মানবাধিকারগুলো এক ধরনের হয়ে থাকে। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র অনুমোদন করে। এ মানদণ্ডের ভিত্তিতে বিশ্বজুড়ে জাতীয় পর্যায়ে মানবাধিকার পরিস্থিতি যাচাই করা যেতে পারে।

**গ** উদ্দীপকের জনাব রহমান সামজিক ও অর্থনৈতিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তি সমাজ জীবনে, রাষ্ট্রীয় এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে যেসব সুযোগ-সুবিধার দাবিদার হয় এবং যা ব্যতীত তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না তাই মানবাধিকার। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জতিসংঘ ৩০টি ধারা সম্বলিত প্রায় ২৮টি গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকারের ঘোষণা দেয়। মানবাধিকার মতে মানুষের একটি বিশেষ সামাজিক অধিকার হলো 'কারও প্রতি অমানুষিক নির্যাতন অথবা অবমাননাকর আচরণ অথবা শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য করা যাবে না (৫ নং ধারা)।' আবার অর্থনৈতিক মানবাধিকারের ক্ষেত্রে বলা হয়েছে 'প্রত্যেকেরই কর্মের অধিকার থাকবে। যেকোনো পেশা গ্রহণ, উপযুক্ত পারিশ্রমিক লাভ ও কর্মের উপযুক্ত শর্তাদি লাভের অধিকার সকলের থাকবে (২৩ নং ধারা)।

উদ্দীপকে দেখা যায়, জনাব রহমান আফ্রিকার একটি দেশে শ্রমিক হিসেবে গমন করেন। কিন্তু ঐ দেশের কোম্পানি তাকে জোরপূর্বক কাজ করায়, অমানবিক আচরণ করে এবং ন্যায্য মজুরি প্রদান করে না। অর্থাৎ জনাব রহমানের ওপর জোরপূর্বক কাজ করানো এবং অমানবিক আচরণ দ্বারা তার সামাজিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। আবার ন্যায্য মজুরি প্রদান না করায় জনাব রহমানের অর্থনৈতিক মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। সুতরাং বলা যায়, জনাব রহমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক মানবাধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

https://teachingbd24.com

**ঘ** নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে।

নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের আলোকে রাষ্ট্রের সংবিধানের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে। এর ফলে মানবাধিকারসমূহ সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি পাবে। নাগরিকের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। নারী ও শিশু নির্যাতন দমনে রাষ্ট্রীয়ভাবে আইন প্রণয়ন ও সে সকল আইনের কঠোর বাস্তবায়ন করতে হবে। ধর্মীয় ও আদিবাসী জনগোষ্ঠীর অধিকার নিশ্চিতকরণে রাষ্ট্রকে প্রয়োজনীয় এবং কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

রাষ্ট্রকে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা গড়ে তুলে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ন্যায় বিচারের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীকে উপযুক্ত শাস্তির আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি গণমাধ্যমের স্বাধীনতাও নিশ্চিত করতে হবে। গণমাধ্যম সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষের স্বৈরাচারী ভূমিকার কঠোর সমালোচনা করে মানবাধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে।

আন্তর্জাতিক মানবাধিকারের অন্যান্য আইন যেমন- সব ধরনের জাতিগত বৈষম্য বিলোপ বিষয়ক আন্তর্জাতিক কনভেনশন ১৯৬৫, জাতিগত বিভেদ দমন ও শাস্তি সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইন ১৯৭৩, মানব পাচারবিরোধী আন্তর্জাতিক কনভেনশন ১৯৪৯, নির্যাতন, নিষ্ঠুরতা, অমানবিক, অবমাননাকর আচরণ এবং শাস্তিবিরোধী কনভেনশন ১৯৮৪, এরকম আরও যে সকল আইন বা কনভেনশন রয়েছে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তা গ্রহণ করতে হবে।

নাগরিকের মানবাধিকার রক্ষায় রাষ্ট্রকে কল্যাণমূলক কাজ যেমন শিক্ষার উন্নয়ন, দারিদ্র্য দূরীকরণ, সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি চালু করতে হবে। মানবাধিকারের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য স্বতন্ত্র মানবাধিকার কমিশন গঠন করতে হবে। রাষ্ট্র কর্তৃক উপরিউক্ত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণ করা হলে নাগরিকের মানাবিধকার রক্ষা পাবে।

**প্রশ্ন ▶ ৩৮** জনাব চৌধুরী একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ। স্থানীয় পৌরসভা নির্বাচনে তিনি মেয়র নির্বাচিত হন। তার অফিসে একজন কর্মচারী নিয়োগে তিনি এলাকার প্রভাবশালী এক রাজনৈতিক নেতার সুপারিশ গ্রহণ করেন নি। যোগ্যতম প্রার্থীকে তিনি কর্মচারী নিয়োগ দেন। এতে করে জনাব চৌধুরীর গ্রহণযোগ্যতা আরো বৃদ্ধি পায়।

*[জয়নাল হাজারী কলেজ, ফেনী | প্রশ্ন নং ১]*

ক. কর্তব্য কী? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে জনাব চৌধুরীর ভূমিকায় কোন ধরনের কর্তব্য প্রতিষ্ঠা পেয়েছে? বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. জনাব চৌধুরীর কর্তব্য পালনের মাধ্যমে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে — বিশ্লেষণ কর। ৪

**৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিকদের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে।

**খ** মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার যা রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য থাকে।

মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তার অধিকার ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

**গ** সৃজনশীল ১৪ নং এর 'গ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**ঘ** সৃজনশীল ১৪ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৩৯** লোকমান সাহেব একজন সৎ ব্যবসায়ী। নিয়মিত কর প্রদান করে থাকেন। ব্যবসায়ে তার দীর্ঘদিনের সুনাম থাকায় এলাকায় ব্যবসায়ীরা তাকে নেতা নির্বাচিত করেছেন। তার বন্ধু ফজলুল হক নিয়মিত কর প্রদান করেন না। ফাঁকি দিয়ে থাকেন। ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে অসাধু কারবারে লাগিয়েছেন। লোকমান সাহেব নিষেধ করলেও তিনি শোনেন না।

*[স্কলার্স হোম, সিলেট | প্রশ্ন নং ৯]*

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস কোনটি? ১

খ. আইন প্রণয়ন কোন বিভাগের কাজ? ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. নাগরিক হিসেবে লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ড কিসের পরিচয় বহন করে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. ফজলুল হকের ভূমিকা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য প্রতিবন্ধক— মতামত দাও। ৪

**৩৯ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস ১০ ডিসেম্বর।

**খ** আইন প্রণয়ন আইন বিভাগ তথা আইনসভার প্রথম এবং প্রধান কাজ।

রাষ্ট্রীয় মূলনীতিগুলোকে সমুন্নত রেখে আইনসভা প্রচলিত আইনের কিংবা প্রথাগত বিধানের সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও বাতিল করে। আইন প্রণয়নের দ্বারা আইনসভা মূলত সরকার পরিচালনার মূলনীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

**গ** নাগরিক হিসেবে লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ড কর্তব্যপরায়ণতার পরিচয় বহন করে।

কর্তব্য বলতে করণীয় কাজ বোঝায়। কর্তব্য পালন করা নাগরিকের দায়িত্ব। আর আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিককে যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে নাগরিক কর্তব্য বলে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের ২১ অনুচ্ছেদে নাগরিকের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে।

আধুনিক রাষ্ট্রগুলো নাগরিক কল্যাণের জন্য বহুবিধ উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকে। এ উন্নয়নমূলক কাজের ব্যয়ভারের মূল উৎস হলো নাগরিক প্রদত্ত কর। তাই রাষ্ট্র প্রদত্ত অধিকার ভোগের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের নিয়মিত কর প্রদান করা অবশ্য কর্তব্য। উদ্দীপকের সৎ ব্যবসায়ী লোকমান সাহেবও নিয়মিত কর প্রদান করেন। সুতরাং বলা যায়, লোকমান সাহেবের কর্মকাণ্ডে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ফুটে উঠেছে।

**ঘ** সৃজনশীল ১৭ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

**প্রশ্ন ▶ ৪০** জনাব রিদুয়ান পেশায় একজন শিক্ষক। তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। আইন মেনে চলেন, যোগ্য নেতাকে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত মানুষ হওয়ার প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করেন। বিনিময়ে তিনি রাষ্ট্রের নিকট থেকে কিছু সুযোগ-সুবিধা উপভোগ করেন।

*[বান্দরবান ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয় কত সালে? ১

খ. মৌলিক অধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ. "রাষ্ট্রের প্রতি জনাব রিদুয়ান-এর দায়িত্ব এবং প্রাপ্ত সুবিধা পরস্পরের পরিপূরক" পৌরনীতির আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মানুষ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য যে সুবিধাদি রাষ্ট্রের নিকট থেকে পেয়ে থাকে সেগুলো কীভাবে রক্ষা করা যায়— আলোচনা কর। ৪

**৪০ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ গৃহীত হয় ১০ ডিসেম্বর ১৯৪৮ সালে।

**খ** মৌলিক অধিকার হচ্ছে সেসব অধিকার যা রাষ্ট্রের সংবিধানে সন্নিবেশিত ও বলবৎযোগ্য থাকে।

মৌলিক অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত হলে সে আদালতের মাধ্যমে তার অধিকার ফেরত পেতে পারে। এক্ষেত্রে আদালত রায়ের মাধ্যমে সরকারকে ঐসব বঞ্চিত ব্যক্তিদের অধিকার ফিরিয়ে দেয়ার হুকুম দিতে পারে। বাংলাদেশ সংবিধানের তৃতীয় ভাগে ২৭ থেকে ৪৪ অনুচ্ছেদ পর্যন্ত মৌলিক অধিকার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে।

Teachingbd24.com

**গ** 'রাষ্ট্রের প্রতি জনাব রিদুয়ান-এর দায়িত্ব এবং প্রাপ্ত সুবিধা অর্থাৎ অধিকার পরস্পরের পরিপূরক'— উক্তিটি যথার্থ।

অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক। উভয়ের উৎসই সমাজ। নাগরিকগণ নিজ নিজ অধিকারের বিনিময়ে রাষ্ট্রের প্রতি কিছু কর্তব্য পালন করে থাকে। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার উপভোগ করা যায়। অধিকার ভোগের জন্য যে সকল কাজ সম্পাদন করতে হয় তাই কর্তব্য। কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই অধিকার সুনিশ্চিত হয়। প্রত্যেকের বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তেমনি তার কর্তব্য হলো অন্যের জীবননাশের চেষ্টা না করা। অনুরূপভাবে অধিকার ভোগ করতে হলে কিছু কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন— আমার সম্পত্তি ভোগের অধিকার আছে। সুতরাং অন্যের সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ বা অন্য কোনো ব্যক্তির সম্পত্তি ভোগের অধিকারে বাধা না দেওয়াও আমার কর্তব্য। তাই অধিকার ও কর্তব্য অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

অধিকার ভোগের মাধ্যমে সমাজজীবন সজীব হয় ও সচেতনতা লাভ করে। অপরদিকে কর্তব্য সম্পাদনের দ্বারা সমাজজীবন সুসংহত ও উন্নত হয়। যেমন- সমাজ যদি কাউকে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ দেয় বিনিময়ে শিক্ষা ও জ্ঞানের দ্বারা সে অন্যকে শিক্ষাদান এবং সমাজের কল্যাণের জন্য কর্তব্য পালন করে থাকে। নাগরিকের যা অধিকার, রাষ্ট্রের তা কর্তব্য। অপরদিকে রাষ্ট্রের যা অধিকার, নাগরিকের তা কর্তব্য। রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকার উপভোগের নিশ্চয়তা দেয়। পক্ষান্তরে রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা নাগরিকের কর্তব্য।

তাই বলা যায়, অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের পরিপূরক।

**ঘ** মানুষ ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য রাষ্ট্রের নিকট থেকে নানাবিধ সুবিধা বা অধিকার ভোগ করে থাকে। এসব সুবিধা বা অধিকারসমূহ যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে রক্ষা করা যায় তাকে অধিকারের রক্ষাকবচ বলে। এসব রক্ষাকবচের দ্বারা অধিকার রক্ষা করা যায়।

আইন অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ। আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে অধিকার নিশ্চিত হয়। তাই আইনকে অধিকার ভোগের আবশ্যকীয় শর্ত হিসেবে গণ্য করা হয়। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো রাষ্ট্রের সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকলে তা সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। এর ফলে সরকার এ সমস্ত অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। নাগরিক অধিকার নিশ্চিত ও নিরাপদ করতে হলে যথার্থ আইনের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আইনের অনুশাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের চোখে ধনী, দরিদ্র, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে সবাই সমান। জনগণ নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন হলে কোনো শক্তিই নাগরিকের অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। বিচার বিভাগকে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত রেখে নাগরিক অধিকার রক্ষা করা যায়, এছাড়া ক্ষমতা স্তরতন্ত্রীকরণ নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে অর্থাৎ সরকারের তিনটি বিভাগের কাজে স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য থাকলে জনগণের অধিকার সুরক্ষিত হয়। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েও অধিকার রক্ষা করা যায়। কারণ গণতন্ত্রে জনগণই সব ক্ষমতার উৎস। এছাড়া দায়িত্বশীল সরকার জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। পাশাপাশি স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণমাধ্যম নাগরিক অধিকার রক্ষায় সহায়ক।

উপরিউক্ত বিষয়গুলো কার্যকর করা হলেই নাগরিকদের অধিকার রক্ষা করা সম্ভব হয়।

**প্রশ্ন ▶ ৪১** রাইসা একটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করেছে। বাবা-মা রাইসার পছন্দের পাত্রের সাথে তার বিয়ে দেন। বিয়ের পর একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে রাইসার চাকরি হয়। কিন্তু তার স্বামী তাকে কিছুতেই চাকরি করতে দিতে রাজি নন। এ নিয়ে তাদের মধ্যে সম্পর্কের দূরত্ব সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত রাইসা স্বামীর সিদ্ধান্তকে মেনে নেয়। *[স্কলার্স হোম, সিলেট ▮ প্রশ্ন নং ৪]*

ক. আইন কী? ১

খ. আইনের দুইটি উৎস ব্যাখ্যা কর? ২

গ. রাইসা কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রাইসার অধিকার প্রতিষ্ঠায় কী কী করণীয় রয়েছে? মতামত দাও। ৪

**৪১ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** আইন বলতে সমাজ স্বীকৃত এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে অনুমোদিত নিয়ম-কানুনকে বোঝায়, যা মানুষের বহিঃক আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে।

**খ** আইনের দুটি উৎসের নাম হলো— প্রথা ও ধর্ম।

প্রথা হলো আইনের প্রাচীনতম উৎস। প্রাচীনকাল থেকে যেসব রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার এবং অভ্যাস সমাজের অধিকাংশ জনগণ কর্তৃক সমর্থিত ও পালিত হয়ে আসছে তাকে প্রথা বলে। এছাড়া ধর্ম আইনের অন্যতম উৎস। সমাজের বিধি-নিষেধ ধর্মের ভিত্তিতে এছাড়া গড়ে উঠেছিল।

**গ** উদ্দীপকের রাইসা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

অর্থনৈতিক অধিকার বর্তমান সময়ে একটি স্বীকৃত আইনগত অধিকার। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির সুযোগ ও সুবিধাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলা হয়। অভাব, বেকারত্ব ও পুষ্টিহীনতার হাত থেকে মুক্ত থাকার অধিকারই মূলত অর্থনৈতিক অধিকার। আর্থিক অভাব-অনটন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য নাগরিকরা যেসব অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে, তার মধ্যে একটি হলো কর্মসংস্থানের অধিকার। অর্থনৈতিক অধিকারের মধ্যে কর্মসংস্থানের অধিকার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কর্মসংস্থানের অধিকার বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিক তার যোগ্যতা ও দক্ষতা অনুযায়ী যেকোনো বৈধ পেশা গ্রহণ ও পরিবর্তন করতে পারবে। কারণ আইনসংগত যেকোনো পেশা গ্রহণ করে বেঁচে থাকার অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের আছে। কর্মের অধিকার ভোগের মাধ্যমেই মানুষ জীবিকা অর্জন করে, যা মানুষের অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রাইসার বিয়ের পর একটি প্রাইভেট কোম্পানিতে চাকরি হলেও তার স্বামী তাকে চাকরি করতে দিতে রাজি হয়নি। শেষে রাইসা স্বামীর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য হয়। যা তাকে অর্থনৈতিক অধিকারের কর্মসংস্থানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে। তাই বলা যায়, রাইসা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকের রাইসা অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যা আইনগত অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। কতগুলো রক্ষাকবচের মাধ্যমে এ ধরনের অধিকার রক্ষা করা যায়।

নাগরিকের ব্যক্তিত্ব ও জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার জন্য নাগরিকগণ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। এ অধিকারগুলো রক্ষা করার ক্ষেত্রে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা অত্যন্ত জরুরি। আইনের শাসনের অর্থ হচ্ছে আইনের প্রাধান্য এবং আইনের চোখে সবাই সমান। যদি রাষ্ট্রে আইনের শাসন কার্যকরী হয়, তবে প্রত্যেক নাগরিক তার নিজ নিজ অধিকার ভোগ করতে পারবে। নাগিরকের অধিকার রক্ষার অন্যতম রক্ষাকবচ হচ্ছে আইন। আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক প্রয়োগকৃত আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত শাস্তির ভয়ে কেউ অন্যের অধিকার খর্ব করে না। নাগরিকগণ যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করবে, সেগুলো দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত থাকবে। সরকার এসব অধিকারে হস্তক্ষেপ করলে নাগরিক আদালতের আশ্রয় নিতে পারবে।

নাগরিকের অধিকার রক্ষায় গণতন্ত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। কেননা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় জনগণই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এ শাসনব্যবস্থায় জনগণ নিজেরাই নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে সক্ষম। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা প্রদানের মাধ্যমেও নাগরিকের অধিকার রক্ষা করা যায়। রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ যদি স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারে, তবে প্রত্যেক নাগরিক তার অধিকার যথাযথভাবে ভোগ করতে পারবে। এছাড়া জনগণ তাদের নিজেদের অধিকার রক্ষায় নিজেরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। জনগণ যদি বুঝতে পারে যে, তাদের অধিকার কী, তাহলে অধিকার রক্ষার জন্য সচেতন হবে। আর এ সম্পর্কে জনগণ সচেতন হলেই তাদের অধিকারের ওপর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

পরিশেষে বলা যায়, উদ্দীপকের রাইসার অধিকার প্রতিষ্ঠায় উপরোল্লিখিত করণীয়গুলো উল্লেখযোগ্য।

https://teachingbd24.com

**প্রশ্ন ▶ ৪২**

| 'ক' বিভাগ | 'খ' বিভাগ |
|---|---|
| ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সুবিধা ↓ দেশের সংবিধানে লিপিবদ্ধ থাকে ↓ দেশের আইন দ্বারা বলবৎ থাকে ↓ এক দেশ থেকে অন্য দেশে ভিন্ন হতে পারে | ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ সুবিধা ↓ জাতিসংঘ সনদে লিপিবদ্ধ থাকে ↓ আন্তর্জাতিক আইন দ্বারা স্বীকৃত ↓ সকল দেশের জন্য একই রকম |

*[বৃন্দাবন সরকারি কলেজ, হবিগঞ্জ | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. অধিকার কী? ১

খ. 'অধিকারের মধ্যে কর্তব্য নিহিত'— ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে 'খ' বিভাগে, কোন অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে যে দুটি অধিকারের ইঙ্গিত রয়েছে তাদের মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করো। ৪

**৪২ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অধিকার হলো ব্যক্তির জীবনকে সুন্দরভাবে গড়ে তোলার জন্য রাষ্ট্রকর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সুযোগ-সুবিধা।

**খ** অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকার ভোগ করা যায় না। একজনের অধিকার ভোগ অন্যজনের কর্তব্য পালনের ওপর নির্ভরশীল।

ভোট দান হলো অধিকার আর ভোটাধিকার প্রয়োগ হলো কর্তব্য। আবার শিক্ষা লাভ করা হলো অধিকার, আর সন্তানদের শিক্ষিত করা হলো কর্তব্য। অধ্যাপক হব হাউস বলেছেন— 'ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে; তবে তোমার কর্তব্য হলো আমাকে প্রয়োজন মতো পথ ছেড়ে দেওয়া'। সুতরাং কর্তব্যহীন অধিকার অথবা অধিকারবিহীন কর্তব্যের কথা আধুনিক সমাজে চিন্তা করা যায় না।

**গ** উদ্দীপকের 'খ' বিভাগে যে অধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটি হলো মানবাধিকার।

মানবাধিকার মানুষের জন্মগত অধিকার। মানুষ হিসেবে একজন ব্যক্তি যে অধিকার, সম্মান ও নিরাপত্তা লাভ করে তাই মানবাধিকার। মৌলিক অধিকারই মানবাধিকারের ভিত্তি। যেকোনো ধরনের জুলুম, নির্যাতন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে মানবাধিকারের ধারণার বিকাশ লাভ করেছে। মানবাধিকার বর্তমানে বিশ্বমানবতা ও সভ্য সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত অধিকার। অবাধ ও মুক্ত চিন্তা, মত প্রকাশে ও প্রতিবাদের অধিকার মানবাধিকারের মূল কথা। মানবাধিকার মৌলিক অধিকার থেকে উদ্ভূত হলেও এর বিস্তৃতি বিশ্বব্যাপী। যেকোনো রাষ্ট্রীয় জুলুমের বিরুদ্ধেও মানবাধিকার সংস্থা সোচ্চার হতে পারে। মানবাধিকার জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব নির্বিশেষে সকলের ভোগ করা উচিত যা তার নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যাপ্তির জন্য একান্ত প্রয়োজন। ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর জাতিসংঘ কর্তৃক মৌলিক মানবাধিকারের ঘোষণা মানুষের অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগের উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এদিন ঘোষিত মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, অধিকারের প্রশ্নে মানুষ স্বাধীন ও সমান হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং সবসময় সেভাবেই থাকতে চায়।

উদ্দীপকে 'খ' বিভাগ উপরিউক্ত বিষয়গুলোর বর্ণনা করেছে। তাই বলা যায়, 'খ' বিভাগ দ্বারা মানবাধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

**ঘ** উদ্দীপকে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মৌলিক অধিকার হলো নাগরিক জীবনের বিকাশ ও ব্যক্তির জন্য যেসব অপরিহার্য শর্তাবলি দেশের সংবিধান হতে প্রাপ্ত এবং সকলের জন্য মেনে চলা বাধ্যতামূলক। আর মানবাধিকার হলো জতিসংঘ কর্তৃক মানবজাতির জন্য ঘোষিত ও স্বীকৃত অধিকারসমূহ। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, পদমর্যাদা নির্বিশেষে জাতিসংঘ যেসব অধিকারের স্বীকৃতি প্রদান করেছে তাকেই মানবধিকার বলে। মৌলিক অধিকারের উৎস হলো রাষ্ট্রের সংবিধান। আর মানবাধিকারের উৎস হলো জাতিসংঘ। মৌলিক অধিকারের চেয়ে মানবাধিকারের পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। মৌলিক অধিকারের পরিধি যেখানে রাষ্ট্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ সেখানে মানবাধিকার বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত। মৌলিক অধিকারের রক্ষক হলো রাষ্ট্র এবং সংবিধান। অপরদিকে, মানবাধিকারের রক্ষক হলো জাতিসংঘ। মৌলিক অধিকার বিকাশ লাভ করে রাষ্ট্রীয় চেতনাবোধ থেকে। পক্ষান্তরে, মানবাধিকার বিকাশ লাভ করে আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ থেকে। মৌলিক অধিকার রাষ্ট্রীয় অধিকার কিন্তু মানবাধিকার আন্তর্জাতিক অধিকার। মৌলিক অধিকার অনেকটা সহজে কার্যকর করা যায় কিন্তু মানবাধিকার কার্যকর করার ক্ষেত্রে তা ততটা সহজ নয়। এক রাষ্ট্রের স্বীকৃত মৌলিক অধিকার অন্য রাষ্ট্র অপেক্ষা ভিন্নতর হতে পারে। কিন্তু জাতিসংঘভুক্ত প্রতিটি রাষ্ট্র একই ধরনের মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করতে এবং তা রক্ষা করতে বাধ্য। ব্যক্তি নিজ রাষ্ট্রে নিরাপত্তাবোধ না করলে মানবধিকার বলে অন্য রাষ্ট্রে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু মৌলিক অধিকার ব্যক্তিকে সে সুযোগ প্রদান করে না। মানবাধিকার অপেক্ষা মৌলিক অধিকার অনেকটা সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

**প্রশ্ন ▶ ৪৩** ১৯৭৪ সাল। 'ক' এবং 'খ' পাশাপাশি দুটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের সরকার প্রধানদের মধ্যে একটি ছিটমহল বিনিময় চুক্তি সম্পাদিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল ছিটমহলবাসীর নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করা। কিন্তু দীর্ঘদিন নানা জটিলতার কারণে উক্ত চুক্তি বাস্তবায়িত হয় নি। সম্প্রতি দু'দেশের সরকার প্রধানদ্বয়ের আন্তরিক সহযোগিতায় উক্ত চুক্তি কার্যকর করা হয়। চুক্তির শর্তানুযায়ী স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে ছিটমহলবাসীরা স্থায়ী বসবাসের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড বেছে নেয়। বর্তমানে ছিটমহলবাসীরা স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসাবে সকল সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছে। *[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ৭]*

ক. বিশ্ব মানবাধিকার দিবস কোনটি? ১

খ. অধিকারের দুটি রক্ষাকবচ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত ছিটমহলবাসীরা এতদিন কোন ধরনের অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলো? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ছিটমহলবাসীরা শুধুই কি অধিকার ভোগ করবে? তাদের কি কোন কর্তব্য পালন করতে হবে না? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

**৪৩ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** বিশ্ব মানবাধিকার দিবস হলো ১০ ডিসেম্বর।

**খ** অধিকারের ২টি রক্ষাকবচ হলো আইন এবং গণমাধ্যমের স্বাধীনতা।

আইন হচ্ছে অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ। আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের ফলে অধিকার নিশ্চিত হয়। রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত শাস্তির ভয়ে কেউ অন্যের অধিকার খর্ব করে না। এছাড়া গণমাধ্যমের স্বাধীনতা অধিকার রক্ষার জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যমের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী ভূমিকা নাগরিক অধিকার রক্ষায় সহায়ক।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত ছিটমহলবাসীরা এতদিন আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়। আইনগত অধিকারের পশ্চাতে থাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। আইনগত অধিকারকে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এই তিন শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। জীবন ধারনের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ধর্মীয় অধিকার, আইনের চোখে সমান অধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। স্থায়ীভাবে

https://teachingbd24.com

বসবাস করার অধিকার, নির্বাচনের অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, ১৯৭৪ সালে ছিটমহলবাসীকে নাগরিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রদান করার উদ্দেশ্যে 'ক' ও 'খ' রাষ্ট্রের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু তা দীর্ঘদিন বাস্তবায়িত হয়নি। সম্প্রতি দু'দেশের মধ্যে চুক্তি কার্যকর হয় এবং তারা স্বাধীন মতামতের ভিত্তিতে স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য স্বাধীন ভূখণ্ড বেছে নেয়। অর্থাৎ, এর আগে ছিলমহলবাসীদের স্বাধীন ভূখণ্ড অথবা কোনো স্বাধীন দেশের নাগরিক অধিকার ছিল না। যা তারা এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার কারণে লাভ করে। তাই বলা যায়, ছিটমহলবাসীরা এতদিন আইনগত অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। কেননা নাগরিক হওয়ার অধিকার আইনগত অধিকারের মধ্যেই পড়ে।

**ঘ** উদ্দীপকে উল্লিখিত ছিটমহলবাসীরা শুধুই অধিকার ভোগ করবে না। স্বাধীন দেশের নাগরিক হিসেবে তাদেরকে কর্তব্যও পালন করতে হবে।

রাষ্ট্রের নিকট নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে, অনুরূপ রাষ্ট্রের প্রতিও নাগরিকের কর্তব্য রয়েছে। কর্তব্য পালন ব্যতীত শুধু অধিকার ভোগ করা প্রত্যাশিত নয়। একমাত্র কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই নাগরিক অধিকার উপভোগ করা যায়। আর রাষ্ট্রের অধিকার ভোগের মাধ্যমে নাগরিক জীবন বিকশিত হয়। তাই বলা যায় অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ।

রাষ্ট্রপ্রদত্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ভোগ করে। তার বিনিময়ে তাদের কর্তব্য পালন করতে হয়। যেমন— রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকা, আইন মান্য করা, কর প্রদান করা ইত্যাদি কর্তব্য পালনের মাধ্যমেই রাষ্ট্রপ্রদত্ত অধিকার ভোগ করা যায়। সমাজের সদস্য হিসেবে শিক্ষালাভের অধিকার এবং সমাজের কল্যাণে আমাদের অর্জিত শিক্ষাকে প্রয়োগ করে সমাজের উন্নয়ন করা নাগরিকের কর্তব্য। উদ্দীপকের ছিটমহলবাসীরা তাদের আইনগত অধিকার ভোগ করতে পেরেছে। এজন্য নাগরিক হিসেবে তাদের বিভিন্ন কর্তব্যও পালন করতে হবে। কেননা অধিকার ও কর্তব্য একে অপরের পরিপূরক।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। একটিকে বাদ দিয়ে অপরটি ভোগ করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে ছিটমহলবাসীকে অধিকার ভোগের পাশাপাশি কর্তব্যও পালন করতে হবে।

**প্রশ্ন ▶৪৪** সোহেল ও তানিয়া আপন ভাই বোন। তাদের উভয়ের ভোট প্রদান, পেশা বাছাই ও ধর্মচর্চার সমান অধিকার রয়েছে। তারা এক সাথে একই ফ্যাক্টরিতে কাজ করে। কাজের ধরনও একই কিন্তু মাস শেষে তানিয়া, সোহেলের থেকে কম বেতন পায়।

*[বাংলাদেশ নৌবাহিনী স্কুল এন্ড কলেজ, খুলনা | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. Civitas শব্দের অর্থ কী? ১

খ. স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ ব্যাখ্যা করো। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত অধিকার ছাড়াও নাগরিকের আর কী কী অধিকার রয়েছে ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. তানিয়া কোন অধিকার হতে বঞ্চিত হচ্ছে? তুমি কি মনে করো তানিয়ার ক্ষেত্রে মজুরী কম হওয়া সঠিক— তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দেখাও। ৪

**৪৪ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** Civitas শব্দের অর্থ হলো নগররাষ্ট্র।

**খ** স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ন ও অটুট রাখার জন্য কতগুলো পদ্ধতি রয়েছে। এ পদ্ধতিগুলোকে স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে। স্বাধীনতার দুটি রক্ষাকবচ হলো আইন ও দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা।

আইন স্বাধীনতার শর্ত ও প্রধান রক্ষাকবচ। আইন স্বাধীনতা ভোগের পরিবেশ সৃষ্টি করে এবং স্বাধীনতাকে সবার জন্য উন্মুক্ত করে তোলে। রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে মানুষের অবাধ স্বাধীনতাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আইন আছে বলেই স্বাধীনতা সকলের নিকট সমভাবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে। এছাড়া দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থা স্বাধীনতার অন্যতম রক্ষাকবচ। এ ব্যবস্থায় শাসন বিভাগ তার অনুসৃত নীতি ও কার্যাবলির জন্য আইনসভার কাছে দায়ী থাকে। ফলে সরকার স্বৈরাচারী হয়ে ব্যক্তিস্বাধীনতা বিরোধী কাজে লিপ্ত হতে সাহসী হয় না।

**গ** উদ্দীপকে উল্লিখিত অধিকার ছাড়াও নাগরিকের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে।

সমাজের ন্যায়নীতিবোধ এবং বিবেকের দ্বারা সমর্থিত অধিকারকে নৈতিক অধিকার বলে। এ ধরনের অধিকারের ভিত্তি হলো মানুষের নৈতিক বিবেচনাবোধ। এই অধিকার ভঙ্গ হলে রাষ্ট্র কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারে না। যেমন— দুস্থদের সাহায্য পাবার অধিকার, সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার ভরণপোষণের অধিকার। সাংস্কৃতিক অধিকার হলো নিজের দেশের ভাষা, ইতিহাস, সংস্কৃতি রক্ষার অধিকার। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাংস্কৃতিক অধিকারকে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। এছাড়া ব্যক্তিগত অধিকারের মধ্যে রয়েছে জীবনরক্ষার অধিকার, গৃহের গোপনীয়তা রক্ষার অধিকার প্রভৃতি।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সোহেল ও তানিয়ার ভোট প্রদান, পেশা বাছাই ও ধর্মচর্চার সমান অধিকার রয়েছে। তারা একসাথে একটি ফ্যাক্টরিতে একই ধরনের কাজ করে। তাদের এ অধিকারগুলো আইনগত অধিকারের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকারকে নির্দেশ করে। এসব অধিকার ছাড়াও নাগরিকদের নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ব্যক্তিগত অধিকার রয়েছে।

**ঘ** তানিয়া অর্থনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কেননা, উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়া অর্থনৈতিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত।

যে অধিকার ব্যক্তিকে অভাব ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দিয়ে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধান করে তাকে অর্থনৈতিক অধিকার বলে। যেমন— যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ পাওয়া, ন্যায্য মজুরি লাভ, শ্রমিক সংঘ গঠন ইত্যাদি নাগরিকের অর্থনৈতিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত।

আমি মনে করি, উদ্দীপকের তানিয়ার ক্ষেত্রে মজুরি কম হওয়া সঠিক নয়। কেননা, প্রত্যেক নাগরিকের পরিশ্রম অনুযায়ী উপযুক্ত পারিশ্রমিক পাওয়ার অধিকার রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধান এর ২০(১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "কর্ম হইতেছে কর্মক্ষম প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষে অধিকার, কর্তব্য ও সম্মানের বিষয়, এবং প্রত্যেকের নিকট হইতে যোগ্যতানুসারে ও প্রত্যেককে কর্মানুযায়ী এই নীতির ভিত্তিতে প্রত্যেকে স্বীয় কর্মের জন্য পারিশ্রমিক লাভ করিবেন।" তাই নারী-পুরুষের ভেদাভেদ দ্বারা কাউকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক না দেওয়া সঠিক নয়। তাছাড়া অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া বাকি সব অধিকার অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ নাগরিকদের জীবন ধারণ, জীবনকে উন্নত ও এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক অধিকার। যা থেকে উদ্দীপকের তানিয়া বঞ্চিত হয়েছে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, সামাজিক, রাজনৈতিক ও নৈতিক অধিকার উপভোগ করার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক অধিকার। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের তানিয়াকে কম মজুরি প্রদান করা সঠিক নয়।

**প্রশ্ন ▶৪৫** জুনায়েদ সাহেব ঢাকা শহরে এক বাসে উঠেছেন। তিনি দেখেন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে একজন পুরুষ লোক বসে আছেন। অথচ সিটের অভাবে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাকে অন্য যাত্রীরা আসন ছেড়ে দেবার অনুরোধ করলেও তিনি অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। তার দাবি তিনি যেহেতু বাসে ভাড়া দিয়েছেন তাই সিটে বসার অধিকার তার রয়েছে। *[মাগুরা সরকারি মহিলা কলেজ | প্রশ্ন নং ৬]*

ক. অধিকারের সংজ্ঞা দাও। ১

খ. দুটি রাজনৈতিক অধিকার উল্লেখ করো। ২

গ. উদ্দীপকে মহিলা যাত্রীটির কোন অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে? ব্যাখ্যা করো। ৩

ঘ. দেশে মহিলাদের উক্ত অধিকার রক্ষায় তুমি কী কী সুপারিশ করবে? আলোচনা করো। ৪

https://teachingbd24.com

### ৪৫ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** অধিকার হলো সমাজ ও রাষ্ট্রস্বীকৃত কতগুলো সুযোগ-সুবিধা যা ভোগের মাধ্যমে নাগরিকের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে এবং সর্বজনীন কল্যাণ সাধিত হয়।

**খ** যে সব অধিকার নাগরিককে রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয় সেগুলোকে রাজনৈতিক অধিকার বলে।

দুটি রাজনৈতিক অধিকার হলো— ১. রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার এবং ২. নির্বাচনের অধিকার।

**গ** উদ্দীপকে মহিলা যাত্রীটির সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।

যেসব অধিকার সমাজবদ্ধ মানুষের সভ্য জীবনযাপনের জন্য অপরিহার্য তাকে সামাজিক অধিকার বলে। জীবন ধারণের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, আইনের চোখে সমান অধিকার প্রভৃতি ব্যক্তির সামাজিক অধিকার। সামাজিক অধিকার অনুযায়ী রাষ্ট্র প্রত্যেক ব্যক্তির জীবনের নিরাপত্তা বিধান করবে এবং আইনের দৃষ্টিতে নারী-পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে। সভ্য জীবন যাপনের জন্য সামাজিক অধিকার অপরিহার্য।

উদ্দীপকে দেখা যায়, বাসে মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনে একজন পুরুষ লোক বসে আছেন। অথচ সিটের অভাবে এক মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। অন্য যাত্রীরা সিট ছেড়ে দেওয়ার অনুরোধ করলেও পুরুষ লোকটি তা করেনি। এতে মহিলাটি সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। কেননা, এতে তিনি স্বাধীনভাবে চলাফেরার এবং সম্মান লাভের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। যা সামাজিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত। তাই বলা যায়, উদ্দীপকে মহিলা যাত্রীটির সামাজিক অধিকার ক্ষুণ্ন হয়েছে।

**ঘ** দেশে মহিলাদের সামাজিক অধিকার বিভিন্নভাবে ক্ষুণ্ন হয়। এ অধিকার রক্ষায় কিছু পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে।

ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সুসভ্য সমাজ জীবনের জন্য অধিকার অত্যাবশ্যক। কিছু বিশেষ ব্যবস্থার মাধ্যমে অধিকার রক্ষিত হয়। সেগুলোকে অধিকারের রক্ষাকবচ বলে। এই রক্ষাকবচগুলোর প্রয়োগের মধ্য দিয়ে মহিলাদের সামাজিক অধিকার রক্ষা করা যেতে পারে।

সামাজিক অধিকারের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হলো আইনের দৃষ্টিতে সমান হওয়া। এর জন্য আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। তাছাড়া রাষ্ট্র কর্তৃক আইনের যথাযথ প্রয়োগ করলে শাস্তির ভয়ে কেউ অন্যের অধিকার খর্ব করবে না। রাষ্ট্রে গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেরাই তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। ফলে, মহিলারা নিজেরাই নিজেদের অধিকার রক্ষা করতে পারবে। এছাড়া দেশে পুরুষতান্ত্রিক শোষণের মানসিকতা দূর করতে জনগণকে সচেতন করতে হবে। নারী-পুরুষ উভয়ের স্বাধীনভাবে চলাফেরার জন্য রাষ্ট্রে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায়, আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে মহিলাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হয়। তাই মহিলাদের অধিকার রক্ষায় উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করে একটি সুস্থ, সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

**প্রশ্ন ▶ ৪৬** সুইজারল্যান্ড পৃথিবীর অন্যতম শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ। কেননা দেশটিতে জনগণ নিজের অধিকার নিজেই ভোগ করে। কারো অধিকারে কেহ হস্তক্ষেপ করে না। সরকার জনগণের অধিকার রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকে। অপরদিকে ইয়েমেনে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর না থাকায় সরকারের অন্যতম অঙ্গ বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। ফলে জনগণ তার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

*[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর ▮ প্রশ্ন নং ৭]*

ক. আমলাতন্ত্র কাকে বলে? ১

খ. কিভাবে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়? ২

গ. উদ্দীপকে সরকার ছাড়াও জনগণের অধিকার রক্ষায় আর কী কী ব্যবস্থা আছে। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ইয়েমেনের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কী কী রক্ষাকবচ থাকা উচিত বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

### ৪৬ নং প্রশ্নের উত্তর

**ক** আমলাতন্ত্র হলো একদল অভিজ্ঞ, নিরপেক্ষ, স্থায়ী ও পেশাজীবী কর্মচারীদের দ্বারা পরিচালিত বেসামরিক প্রশাসনব্যবস্থা, যার মাধ্যমে সরকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়িত হয়।

**খ** বিভিন্ন রক্ষাকবচের মাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়।

আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। এছাড়া সংবিধানে মৌলিক অধিকারের সন্নিবেশ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, শিক্ষার প্রসার, স্বাধীন গণমাধ্যম, সুচিন্তিত জনমত, সৎ ও সুনির্দিষ্ট নেতৃত্বের মাধ্যমে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। সর্বোপরি, জনগণ সচেতন, সতর্ক ও সচেষ্ট হলে স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়।

**গ** উদ্দীপকে সরকার জনগণের অধিকার রক্ষায় সর্বদা সচেষ্ট থাকে। এছাড়াও জনগণের অধিকার রক্ষায় আরও ব্যবস্থা রয়েছে।

আইন হচ্ছে জনগণের অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ অধিকার নিশ্চিত হয়। জনগণের অধিকার রক্ষায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর অর্থ হলো আইনের চোখে সবাই সমান। নাগরিকরা যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করবে তা সংবিধানে লিখিত থাকবে। এর মাধ্যমেও জনগণের অধিকার রক্ষা করা যায়। বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হলে প্রত্যেক নাগরিক তার অধিকার যথাযথভাবে ভোগ করতে পারে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যমের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শক্তিশালী ভূমিকা নাগরিকদের অধিকার রক্ষায় সহায়ক। এছাড়া গণতন্ত্র, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, দায়িত্বশীল সরকার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে। তবে অধিকার সম্পর্কে জনগণের সচেতনতাই অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, সুইজারল্যান্ডের সরকার জনগণের অধিকার রক্ষায় সচেষ্ট থাকে। এছাড়া, উপরে আলোচিত ব্যবস্থাগুলো দ্বারাও জনগণের অধিকার রক্ষা করা যায়।

**ঘ** আমি মনে করি, ইয়েমেনের জনগণের অধিকারের জন্য বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় সব রক্ষাকবচ থাকা উচিত।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অর্থ হলো কর্তব্যপালনে বিচারকদের স্বাধীনতা। উদ্দীপকের ইয়েমেনে বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারছে না। এর জন্য প্রথমেই প্রয়োজন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এছাড়াও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষায় আরো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ, সৎ, সাহসী এবং দলীয় রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষ সম্পর্কহীন ব্যক্তিদেরকে বিচারপতি পদে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে শাসন বিভাগের মাধ্যমে সরাসরি নিয়োগ পদ্ধতিই উত্তম। এক্ষেত্রে বিচারকমণ্ডলীর সমন্বয়ে গঠিত একটি স্থায়ী কমিটির সুপারিশক্রমে শাসন বিভাগের মাধ্যমে বিচারক নিয়োগ করা জরুরি। বিচারপতিদের কার্যকালের স্থায়িত্ব বিধান করা প্রয়োজন। কেননা কার্যকালের স্থায়িত্ব নিশ্চিত থাকলে বিচারকরা নির্ভয়ে ও সততার সাথে বিচারকাজ সম্পাদন করতে পারেন। বিচারকদের জন্য আকর্ষণীয় বেতন-ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে। ফলে তারা সৎ ও নির্লোভ থাকবে এবং হীনমন্যতায় ভুগবেন না। যোগ্যতা ও জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সময়মত বিচারকদের পদোন্নতির ব্যবস্থা করতে হবে। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আইন ও শাসন বিভাগের প্রভাবমুক্ত থাকা অত্যাবশ্যক।

পরিশেষে বলা যায়, জনগণের অধিকার রক্ষায় বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অপরিহার্য পূর্বশর্ত। তাই উদ্দীপকে ইয়েমেনের বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ওপরে বর্ণিত বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।

https://teachingbd24.com

**প্রশ্ন ▶ ৪৭**

*[ক্যান্টনমেন্ট কলেজ, যশোর | প্রশ্ন নং ৩]*

ক. জাতি কী? ১

খ. লালফিতার দৌরাত্ম্য আমলাতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি কেন? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত A চিহ্নিত অধিকারের নাম কি? প্রকারভেদ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর A চিহ্নিত অধিকারের অনেকগুলো রক্ষাকবচ আছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

**৪৭ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** জাতি হচ্ছে জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত এবং রাজনৈতিকভাবে সুসংগঠিত এমন এক জনসমষ্টি যারা হয় স্বাধীন অথবা স্বাধীনতাকামী।

**খ** সরকারি কাজে নিয়মতান্ত্রিক ধারাবাহিকতার অজুহাতে দীর্ঘসূত্রিতা তৈরি হওয়াই লালফিতার দৌরাত্ম্য, যা আমলাতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি।

লালফিতার দৌরাত্ম্যের কারণে প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্পাদনে অহেতুক সময় ক্ষেপণ হয়। ফলে আমলাদের কাজের গতি কমে যায়। একটি ক্ষুদ্র কাজ যা অল্প সময়ে সম্পন্ন হতে পারে এমন কাজও সরকারি কায়দায় নির্ধারিত নিয়মের বেড়াজালে পড়ে দীর্ঘ সময় ধরে চলতে থাকে। অনেক সময় এই দীর্ঘসূত্রিতার আড়ালে আমলার নিজেরা ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে। জনগণ অযথা হয়রানির শিকার হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব ঘটে। এসব কারণেই লালফিতার দৌরাত্ম্য আমলাতন্ত্রের অন্যতম ত্রুটি।

**গ** উদ্দীপকে বর্ণিত 'A' চিহ্নিত অধিকারের নাম হলো আইনগত অধিকার।

রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুমোদিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়। আইনগত অধিকারের পশ্চাতে থাকে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব। এই অধিকার অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান করা হয়। আইনগত অধিকারকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। যথা- সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার। সামাজিক অধিকার বলতে বোঝায় সমাজে সভ্য জীবনযাপন করার জন্য যেসব অধিকার একান্ত অপরিহার্য। যেমন- জীনবধারনের অধিকার, চলাফেরার অধিকার, সম্পত্তি ভোগের অধিকার, ধর্মীয় অধিকার ইত্যাদি। রাজনৈতিক অধিকার হলো সেসব অধিকার যার মাধ্যমে নাগরিকরা রাষ্ট্রীয় কাজে অংশগ্রহণ করে। যেমন- নির্বাচনের অধিকার, সরকারি চাকরি লাভের অধিকার, সরকারের সমালোচনা করার অধিকার ইত্যাদি। অর্থনৈতিক অধিকারগুলো হলো- কর্মের অধিকার, উপযুক্ত পারিশ্রমিকের অধিকার, শ্রমিকসংঘ গঠনের অধিকার ইত্যাদি।

উদ্দীপকের ছকে অধিকারের শ্রেণিবিভাগ দেওয়া আছে। তাই 'A' চিহ্নিত অধিকার আইনগত অধিকারকে নির্দেশ করে। আইনগত অধিকারের তিনটি প্রকারভেদ রয়েছে। পৌরনীতি ও সুশাসনে আইনগত অধিকারই গুরুত্ব ও মর্যাদা লাভ করে।

**ঘ** হ্যাঁ, আমি মনে করি 'A' চিহ্নিত অধিকার অর্থাৎ আইনগত অধিকারের অনেকগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে।

রাষ্ট্রের মাধ্যমে স্বীকৃত, অনুমোদিত ও সংরক্ষিত অধিকারকে আইনগত অধিকার বলা হয়। আইনগত অধিকারের পেছনে থাকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। যেসব ব্যবস্থা অবলম্বনের মাধ্যমে অধিকারকে রক্ষা করা যায়, সেগুলোকে অধিকারের রক্ষাকবচ বলে। আইনগত অধিকারের অনেকগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে।

আইন হচ্ছে আইনগত অধিকারের প্রধান রক্ষাকবচ। আইনের সুষ্ঠু ও যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে এ অধিকার নিশ্চিত হয়। আইনগত অধিকার রক্ষায় আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর অর্থ হলো আইনের চোখে সবাই সমান। নাগরিকরা যেসব মৌলিক অধিকার ভোগ করবে তা সংবিধানে লিখিত থাকবে। এর মাধ্যমেও আইনগত অধিকার রক্ষা করা যায়। বিচার বিভাগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ হলে প্রত্যেক নাগরিক তার অধিকার যথাযথভাবে ভোগ করতে পারে। গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য অপরিহার্য। গণমাধ্যমের স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও শাক্তিশালী ভূমিকা নাগরিকদের আইনগত অধিকার রক্ষায় সহায়ক। এছাড়া গণতন্ত্র, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ, দায়িত্বশীল সরকার, ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ প্রভৃতি আইনগত অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে। তবে অধিকার সম্পর্কে জনগণের সচেতনতাই অধিকার রক্ষায় সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, অধিকারের রক্ষাকবচগুলো আইনগত অধিকার রক্ষায় ভূমিকা রাখে। তাই বলা যায়, আইনগত অধিকার রক্ষায় অনেকগুলো রক্ষাকবচ রয়েছে।

**প্রশ্ন ▶ ৪৮** জনাব জামাল ও রিয়াজ দু'জনেই একটি রাষ্ট্রে বসবাস করেন। দুজনেই রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করেন। তাদের জীবনের নিরাপত্তা বিধান করছে রাষ্ট্র। জনাব রিয়াজ সর্বদা রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকেন। তিনি নিয়মিত কর পরিশোধ করেন। তিনি নিজে সততার সাথে ভোট প্রদান করেন এবং অন্যদেরও এ ব্যাপারে উৎসাহিত করেন। কিন্তু জামাল এসব বিষয়ে উৎসাহ বোধ করেন না। *[সরকারি বরিশাল কলেজ | প্রশ্ন নং ৪]*

ক. অধিকার কত প্রকার? ১

খ. কর্তব্য বলতে কি বোঝ? ২

গ. উদ্দীপকে রিয়াজ কি কি কর্তব্য পালন করে? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব জামাল ও জনাব রিয়াজ দুজনকেই কি সুনাগরিক বলা যায়? বিশ্লেষণ কর। ৪

**৪৮ নং প্রশ্নের উত্তর**

**ক** অধিকার প্রধানত দুই প্রকার। যথা— নৈতিক ও আইনগত অধিকার।

**খ** আইনের দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করতে গিয়ে নাগরিকদের যেসব দায়িত্ব পালন করতে হয় তাকে কর্তব্য বলে।

কর্তব্য বলতে সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য কিছু করা বা না করার দায়িত্ব বোঝায়। অধ্যাপক লাস্কির মতে, 'আমার নিরাপত্তার অধিকারের মধ্যে অপরের অযৌক্তিক ও অন্যায়ভাবে আক্রমণ না করার কর্তব্য নিহিত।' আবার অধ্যাপক হব হাউজ এর মতে, 'ধাক্কা না খেয়ে পথ চলার অধিকার যদি আমার থাকে তাহলে অপরের কর্তব্য হলো আমার পথ ছেড়ে দেওয়া।'

**গ** পাঠ্যবইয়ের আলোকে বলা যায়, উদ্দীপকে বর্ণিত রিয়াজ যেসব কর্তব্য পালন করে সেগুলো আইনগত কর্তব্য।

রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন মেনে চলা প্রত্যেক নাগরিকের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য। সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য দেশের প্রতিটি নাগরিককে আইন মেনে চলতে হয়। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করা সব নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য। রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের অর্থ হচ্ছে রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শের প্রতি অনুগত হওয়া এবং রাষ্ট্রের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা। রাষ্ট্র পরিচালনা ও নাগরিকের অধিকার এবং স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করার জন্য প্রচুর অর্থের দরকার হয়। সরকার নাগরিকদের ওপর কর ধার্য করে এই অর্থের বিরাট অংশ সংগ্রহ করে। তাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য সরকার কর্তৃক ধার্যকৃত কর নিয়মিতভাবে ও যথাসময়ে পরিশোধ করা। সততার সাথে ভোটদান করা নাগরিকের রাজনৈতিক কর্তব্য। অসৎ ও অযোগ্য ব্যক্তিদের ভোট দিয়ে নির্বাচিত করা হলে জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ন হয়। তাই প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য হলো সততার সাথে ভোট প্রদানের মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিদের নির্বাচিত করা। আর এসবই আইনগত কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

উদ্দীপকে দেখা যায়, রিয়াজ সর্বদা রাষ্ট্রীয় আইন মেনে চলেন এবং রাষ্ট্রের প্রতি অনুগত থাকেন। তিনি নিয়মিত কর পরিশোধ করেন এবং সততার সাথে ভোট প্রদান করেন। রিয়াজের এসব কর্মকাণ্ড নাগরিকের অন্যতম কর্তব্য প্রচলিত আইন মান্য করা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, নিয়মিত কর প্রদান করা এবং সততার সাথে ভোটাধিকার প্রয়োগ তথা আইনগত কর্তব্যকে নির্দেশ করে।

**ঘ** সৃজনশীল ২০ নং এর 'ঘ' প্রশ্নোত্তর দেখো।

https://teachingbd24.com